অনুরণন

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

ও

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

Pridesys IT Ltd.
Different Innovation and Excellence

7 YEARS OF INNOVATION

PRIDESYS ERP©

PrideBiz
General ERP

PrideGov
Goverment ERP

PrideTex
RMG ERP

PrideBook
Cloud ERP

PrideTELCO
Telco ERP

PrideEDU
Education ERP

PrideHealth
Hospital ERP

PridePlan
AI-Based Production Planning

PrideCut
AI-Based Fabric Planning Solution

PrideVision
AI-Based Video Intelligent System

PrideStudio
make your own dashboard

PrideVAT
NBR Compliance VAT Management Softwre

PridePOS
Easy POS

PrideCRM
AI Based Sales Monitoring System

Pridesupport

Our Services

- Cyber Security
- Cloud Apps, Microservices & API
- Industrial Engineering
- Automation & AI
- Conversational Experiences
- Cognitive Business Operations
- Enterprise Applications
- Cloud Infrastructure
- Internet of Things (IoT)
- Analytics and Insights
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Consulting
- Quality Engineering
- Blockchain
- Cloud Computing
- Machine Learning
- Big Data

CONTACT US

Corporate Office: Level -6, 20/21 Garden Road, Kawranbazar, Dhaka-1215, Bangladesh
Development Center: Level-11, Software Technology Park, Janata Tower, 49 Kawranbazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh

88 02 5501 3300-1
880 1550 0000 03-8

www.pridesys.com
info@pridesys.com

অনুরণন

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

ও

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক

শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১, শনিবার

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

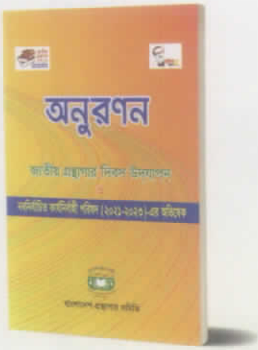

অনুরণন

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
ও
নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক

প্রকাশকাল
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১, শনিবার
২৩ মাঘ ১৪২৭

সম্পাদনায়
প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Published by
Library Association of Bangladesh (LAB)
Nilkhet High School, 2nd Floor
Dhaka, Bangladesh
Email: libraryassociation.bd56@gmail.com
Website : www.lab.org.bd
Phone : 01973020266, 01713020266, 01716151535

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক ডিজাইন
আসলাম হোসেন

মুদ্রণ
আলফা প্রিন্টার্স
১৬৭, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৬৬০৩৪৮, ০১৯১৫৫৬২৮৬২
E-mail : alphaprinters2009@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ মাঘ ১৪২৭
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। একটি সুশিক্ষিত, আধুনিক এবং উন্নত চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশের লক্ষ্যে যথার্থ জ্ঞানার্জন, গবেষণা, দেশজ সংস্কৃতি চর্চা তথা অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল মনন ও মানসে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেছে বহুমুখী পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড। জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নে এবং এর সেবা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধকরণে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নানা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

নতুন প্রজন্মের সম্মুখে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে দেশের প্রতিটি সরকারি গণগ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপনের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে স্কুল পর্যায়ে লাইব্রেরি ঘণ্টা চালুর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাদানের লক্ষ্যে শাহবাগস্থ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের মাধ্যমে বই পৌছে যাচ্ছে প্রতিটি জেলার পাঠকের দোরগোড়ায়। শাহবাগে অবস্থিত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও টুঙ্গিপাড়ায় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধি সৌধ গ্রন্থাগার'-কে একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে 'শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণের মাঝে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমাদের সরকার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ভবনে একটি আধুনিক লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। সেখানে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণালব্ধ বইসহ অন্যান্য পাঠসামগ্রী সংরক্ষিত আছে।

আমি আশা করি, গ্রন্থাগার দিবসের সকল কার্যক্রম গ্রন্থাগার বিষয়ে জনগণের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক, মননশীল ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

দ্রষ্টব্য: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত। এটি মুদ্রণ করা হল।

ডা. দীপু মনি *এম.পি*
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার' । এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রতিটি বাড়ীতে পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং পরিবারে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশে একটা প্রকৃত মননশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাগার সমাজের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আরও সুস্পষ্ট। দেশের প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড বা প্রাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগতমান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়' বলে মন্তব্য রাখার মধ্যে দিয়ে একাডেমিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকারমূলক মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের জনবল সৃষ্টি, গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা এ ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। তবে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ও নতুন সৃষ্ট সুযোগ সুবিধার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারও আবশ্যক। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হতে পারে। এ বিষয়ে দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির আয়োজন প্রশংসনীয়। আমি তাদের আয়োজিত কর্মসূচি এবং তাদের নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

দীপু মনি

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

মহিবুল হাসান চৌধুরী, *এমপি*

উপমন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ মাঘ ১৪২৭

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবায় পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১** উদ্‌যাপন ও পাশাপাশি সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। এ বছরের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর হওয়ায় দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। এ প্রেক্ষাপটে এ বারের গ্রন্থাগার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য **'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপাদ্যটি দেশে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুশীল সমাজ গঠনে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিপাদ্যটি যাতে করে শুধু স্লোগান বা ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে সে বিষয়ে সরকারি বেসরকারি সকল পক্ষেরই দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের সকল পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শুধুমাত্র বছরের একটি দিনে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করলেই চলবে না বরং এ আয়োজন থেকে প্রতিপাদ্যর অঙ্গীকার অনুয়ায়ী বছরব্যাপী গোটা দেশে ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেয়ার সংস্কৃতি চালু এবং প্রতিটি স্বচ্ছল পরিবারের মাসিক বই ক্রয়ের জন্য একটা খাত রাখতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন।

এভাবে এ বছরের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নিয়ে গোটা দেশে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ও দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান রাখছি।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত কর্মসূচি এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, *এমপি*)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে জাতীয় পেশাজীবী সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন ও একই সাথে সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে পালিত হতে যাচ্ছে বিধায় দিবসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও সকল শ্রেণির মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। দেশের প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ বা হৃদপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করে এ ক্ষেত্রের যথাযথ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ এর জাতীয় শিক্ষানীতিতেও প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি মননশীল সমাজ গড়তে গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই।

এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের গ্রন্থাগার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপাদ্যটি দেশে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুশীল সমাজ গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিপাদ্যটি বাস্তবায়নে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত কর্মসূচি এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সার্বিক সাফল্য কামনা করিছ।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
শিক্ষা ভবন, ১৬ আবদুল গনি রোড, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

বাণী

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকদের জাতীয় পেশাজীবী সংগঠন'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি'**জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১** উদ্‌যাপন ও একই সাথে সমিতির **নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক** অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ বছরের **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসটি** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার **সুবর্ণ জয়ন্তীর** বছরে পালিত হতে যাচ্ছে বিধায় দিবসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও সকল শ্রেণির মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দেশের প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ বা হৃদপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করে এ ক্ষেত্রের যথাযথ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সর্বশেষ ২০১০ এর জাতীয় শিক্ষানীতিতে ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত ২০১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি করার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ক্লাস রুটিনে লাইব্রেরি ঘণ্টা চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে গত ২০১৮ শিক্ষা বছর শুরু থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি রুটিনে লাইব্রেরি ঘণ্টা অন্তর্ভুক্ত করা এবং লাইব্রেরি ঘণ্টায় শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে গমন ও পৃথক লাইব্রেরি কক্ষ না থাকলে শ্রেণি কক্ষেই লাইব্রেরির বই লেনদেন ও বিতর্ক, গল্প বলা, আবৃত্তি, দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত, বই পড়া নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে লাইব্রেরি ঘণ্টার কার্যক্রম ব্যবহার নিশ্চিত করতে জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের নিবিড় পরিদর্শনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ প্রদান করা হয়।

এ বছরের গ্রন্থাগার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য **'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং দেশে একটি মননশীল সমাজ গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিপাদ্যটি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে **বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি** কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি **বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি** আয়োজিত কর্মসূচি এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)
মহাপরিচালক

মহাপরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা 'মুজিববর্ষ' এবং বাঙালির চির গৌরবোজ্জ্বল, মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকদের জাতীয় পেশাজীবী সংগঠন'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১** উদ্‌যাপন ও একই সাথে সমিতির **নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক** অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে গৃহীত নানা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ যেমনি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবে- তেমনি দেশের সকল গ্রন্থাগার নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে মর্মে আমি মনে করি।

সভ্যতার পরিক্রমায় মানুষের চর্চিত চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন,দর্শন গ্রন্থিত থাকে গ্রন্থের অক্ষরের মধ্যে। তাই গ্রন্থের আধার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির সঠিক আলোর দিশারী। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালে ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আমরা আরো গর্বিত ও আনন্দিত যে- ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন।

মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বই। মানব মনের সকল প্রকার অন্ধত্ব,কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে তাকে আলোকিত পথে পরিচালনের মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে এই বই-এর ভূমিকা অতুলনীয়। তাই বই-এর সংরক্ষণাগার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির জন্য বাতিঘর স্বরূপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনসহ অন্যান্য সকল অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জনগণের মধ্যে যথার্থভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ বছরের গ্রন্থাগার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য **'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়পযোগী এবং দেশে একটি মননশীল সমাজ গঠনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিপাদ্যটি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে **বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি** কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি **বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি** আয়োজিত কর্মসূচি এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবুবকর সিদ্দিক)

হাবিবুর রহমান
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

গ্রন্থাগার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষের আলোকিত মিলনক্ষেত্র। আলোকিত মানুষের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্ঞানের বাতিঘর। যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ প্রজন্ম। গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন ও একই সাথে সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে পালিত হতে যাচ্ছে বিধায় দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ বছরের গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত এ কর্মসূচি এবং সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

হাবিবুর রহমান

Christine Mackenzie
IFLA President
&
Freelance Librarian
Melbourne
Australia

Message

Dear colleagues,
I send my warmest greetings to the Library Association of Bangladesh (LAB) on the occasion of National Library Day 2021. I also congratulate the newly elected LAB Executive Council: 2021-2023.
One of the most important roles that libraries have during the pandemic and after is advocating for the United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals for creating a sustainable and fairer world. We can make the goals known and we can tell the story of how libraries are so important and make a contribution to achieving the targets.

In these challenging times there are some common themes emerging for libraries all around the world. Our global library field is showing that it is very good at working together and sharing information. The pandemic is highlighting and also hastening the changing role of libraries, as we adapt to new ways of operating. Librarians are demonstrating that they are innovative and creative in their responses to the challenges being faced. And in many places, there is a new appreciation of libraries and we are seen as partners in delivery of services and important community resources.

My Presidential theme is Let's work together. We have to work together; we must amplify the voice of libraries. We need to think strategically about partnerships and work together at all levels - at our workplaces, with other libraries, with different types of libraries, between library associations and with our library industry. We also need to forge partnerships with like-minded organisations and align ourselves with others who have the same goals and values.

The mission of the Library Association of Bangladesh is to provide leadership for the development, promotion, and improvement of library and information services and the profession of librarianship in order to enhance learning and ensure access to information for all. I congratulate LAB on all you have achieved and wish you energy and success in all you hope to do.

CMackenzie

Christine Mackenzie
IFLA President

সভাপতি

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

২৩ মাঘ ১৪২৭

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের একটি জাতীয় সংগঠন। ল্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়ন তথা পেশাজীবীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার সেক্টরের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রাণের দাবী ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার এবং সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিরাম প্রয়াসের এ এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দিবসের বহির্দৃশ্যমান আনুষ্ঠানিকতা এবং অন্তর্গত অপরিমেয় গভীরতা এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিসরে এক নবতর উপলব্ধির জন্ম দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্রন্থাগার একটি জাতির কর্মকাণ্ড ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য ধরে রাখে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জাতির বীরত্ব গাঁথা সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস, সংরক্ষণ ও বিতরণ করে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পাঠক সমাজের জ্ঞানচর্চা। গ্রন্থাগার থেকেই জ্ঞান পিপাসুরা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখে। গ্রন্থাগার অতীত ও বর্তমান সময়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তিনি জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে আলোকিত মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণে নিয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আলোকিত সমাজ গঠনের নিমিত্ত গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তেমনি জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীর অঙ্গীকার ও বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে ঘিরে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচনা সভা ও স্মরণিকা প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দীর্ঘজীবী হোক।

ড. মোঃ মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
স্থাপিত-১৯৫৬
পড় READ
LIBRARY ASSOCIATION OF BANGLADESH
ESTD-1956

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

মহাসচিবের কথা

ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী তথা 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি দেশের সকল গ্রন্থাগার সেবা প্রদানকারী, সেবা গ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আরোপিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক এ দিবসটি উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের গ্রন্থাগারসমূহ প্রাণ চঞ্চল এবং নতুন উদ্দীপনায় মুখরিত হয়ে উঠবে মর্মে আমার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ আজ এক অপার সম্ভাবনার নাম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার রোধ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের উপযোগী ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে 'রূপ কল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১'। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া তথা অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ক্ষুধা-দারিদ্র, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক জাতি।

এ প্রেক্ষাপটে 'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের মাধ্যমে জনগণ গ্রন্থাগারের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবে, গ্রন্থাগারমুখী হতে অনুপ্রাণিত হবে এবং প্রত্যাশিতভাবে আলোকিত জাতিতে পরিণত হবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক-নির্দেশনায় দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, আধুনিক, উদারনৈতিক এবং প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষিতে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের মাধ্যমে জনসাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত এবং গ্রন্থাগারমুখী হতে উৎসাহিত হবে- যা আলোকিত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে আমার বিশ্বাস। অনিন্দ্য সুন্দর এ আয়োজনকে সফল, সার্থক ও ফলপ্রসু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)

আহ্বায়ক
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
ও
নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক আয়োজক কমিটি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

২৩ মাঘ ১৪২৭
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আহ্বায়কের বক্তব্য

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। ০৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার ব্যাক্তিগত এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। এ দিবসের বহির্দৃশ্যমান আনুষ্ঠানিকতা এবং অন্তর্নিহিত অপরিমেয় গভীরতা এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিসরে এক নবতর উপলব্ধির জন্ম দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ও নবনির্বাচিত 'কার্যকরী পরিষদের অভিষেক' অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌বিষয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে বলে আমরা আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জ্ঞানমনস্ক, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে তিনি জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে আলোকিত মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণে নিয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনের উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও নবনির্বাচিত 'কার্যকরি পরিষদের অভিষেক' অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকল গ্রন্থাগার ও পেশাজীবীদের ঘিরে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও নবনির্বাচিত কার্যকরি পরিষদের অভিষেক' যথাযথ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সর্বস্তরের জনসাধারণ আরও বেশি সচেতন এবং গ্রন্থাগারমুখী হবে-এ কামনা করি।

ল্যাবের সম্মানিত সভাপতি, মহাসচিব, আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব ও আয়োজক কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যবর্গ এবং ল্যাবের কর্মচারীবৃন্দের সম্মিলিত প্রয়াস ও নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতেই এ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন সম্ভব হয়েছে। এ আয়োজনকে সুন্দর, স্বার্থক ও ফলপ্রসূ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার ও আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি সফল ও চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ড. মো. নসিরউদ্দিন মুন্সী

যুগ্ম আহ্বায়ক
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
ও
নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক আয়োজক কমিটি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

যুগ্ম আহ্বায়কের শুভেচ্ছা বক্তব্য

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন পেশার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন এবং একইসাথে সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করছি পরম করুণাময়ের রহমতে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় গৃহীত সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।

এ বছরের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিধায় এবারের দিবসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। নিজ নিজ ঘর থেকে বই পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে গোটা দেশে একটা পড়ুয়া ও আলোকিত সমাজ গঠনে প্রদিপাদ্যটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। আমাদের দায়িত্ব হবে প্রতিপাদ্যটি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখা।

এ বিষয়ে আমরা সকলেই উদ্যোগী হব এ আশা পোষণ করে এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিল দেশে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকতা পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

কাজী আব্দুল মাজেদ

সদস্য-সচিব
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
ও
নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক আয়োজক কমিটি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

সদস্য-সচিবের কথা

বাংলাদেশ এখন একটা স্বর্ণসময় অতিক্রম করছে। এ বছরেই পালিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আমরা সেই সোনালী অধ্যায়ের পথযাত্রী হতে পেরে নিশ্চয়ই গর্বিত। আর এই সময়টাতে বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো পেশাদার সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আমার জন্য নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'আলার অশেষ নেয়ামত।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি এ বছর ৬৪ অতিক্রম করে ৬৫ বছরে পদার্পণ করবে। অংকের হিসেবে এটি একটি দীর্ঘ সময়। বাংলাদেশ সরকার ৫ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করায় গ্রন্থাগারিকরা তথা বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিটি সদস্য নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। পাশাপাশি ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতায় এবং শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতায় দেশের প্রায় ১৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী গ্রন্থাগারিক' পদ সৃষ্টি করা হয় যা এই পেশায় একটি গনজাগরণ তৈরী করে। বর্তমান সরকারের কাছে এই সমিতি তাই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকরা পদমর্যাদায় বিএ.বিএড. শিক্ষকদের সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সমমর্যাদা দেয়া হয় না যা অত্যন্ত অমানবিক এবং দুঃখজনক। কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলের হাজিরা খাতায় তাঁদের অবস্থান হয় সর্বনিম্ন গ্রেডে যা অত্যন্ত অপমানজনক। আমি বিশ্বাস করি এত বিপুলসংখ্যক গ্রন্থাগারিকদের এই সমস্যা আমাদের সমিতির সামনে এ মুহূর্তে অন্যতম প্রধান সমস্যা। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বাংলার ১৬ কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দন, ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমস্যার সমাধান দিবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এই সমিতির নবনির্বাচিত পরিষদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতায় সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এই সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান প্রত্যাশা করছে।

অন্যান্য মাধ্যমের মতো গ্রন্থাগার মাধ্যমটিও প্রতিনিয়ত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে। লাইব্রেরি এখন অনেক ক্ষেত্রেই ই-লাইব্রেরি হচ্ছে। আর এ প্রক্রিয়ায় অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন গ্রন্থাগারিকরা। পরিশেষে, গ্রন্থাগার শুধু মনের খোরাক সংগ্রহের কেন্দ্র নয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে সাফল্যের দরজায় নিয়ে যাবার গবেষণা কেন্দ্রও বটে। গ্রন্থাগারিকরা তাই গর্বের সাথে আগামী দিনের সকল বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাবেন সেটাই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার

মোঃ নোমান হোসেন
আহ্বায়ক
প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি

আহ্বায়কের কথা

দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বে আজ তথ্যই মূল চালিকা শক্তি। যার কাছে যত তথ্য, তারই আছে তত অর্থ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপার সম্ভাবনা এবং অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তথ্যের গুরুত্ব সীমাহীন। আজ কোন মিসাইল কিংবা কোন পারমানবিক বোমার প্রয়োজন ছাড়াই বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে ডাটা ও তথ্যের জয় জয়কার। বিশ্বজুড়ে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাদের সচেতনতা, মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এ মহামারী থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তির দাড়প্রান্তে। বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনা ও অন্যান্য কাজ করার সক্ষমতা তৈরি। আজ বিশ্ব পরিসর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনসহ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে অনেকটাই সক্ষম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির অগ্রগতির জন্য সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। একটি জাতি কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তার চিত্র এঁকে রেখে গেছেন। সেই পথ ধরেই বর্তমান বাংলাদেশের অহংকার বিশ্বনন্দিত জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দক্ষ হাতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য না করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তার চৌকস নেতৃত্বের মাধ্যমে বিরামহীনভাবে একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করছেন। শিক্ষায় অগ্রগতির ধারক ও বাহক গ্রন্থাগারসমূহের দৃশ্যমান উন্নয়নও পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশের গণ-গ্রন্থাগারসমূহকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে ঢেলে সাজাচ্ছেন। তন্মধ্যে, বহুতল ভবন নির্মাণ, আধুনিক ও যুগোপযোগী গ্রন্থাগার রিসোর্স সংগ্রহ, দক্ষ জনবল নিয়োগ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, একাডেমিক, জাতীয় ও বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারের প্রতিও বর্তমান সরকারের নীতি নির্ধারকদের সু-নজর অব্যাহত আছে।

একটি গ্রন্থাগার সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, মেধা ও মননকে সদা জাগ্রত রাখে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে আধুনিক গ্রন্থাগার, দক্ষ মানব সম্পদ ও সচেতন গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। যথাযথ উদ্যোগ ও সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহ ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কল্যাণে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির নীতি নির্ধারকরা প্রাণশক্তি হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান অত্যাধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে ডাটা, তথ্য এবং আধুনিক গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে দক্ষ ও কর্মঠ এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল থাকা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের সামাজিক অবস্থান ও পদ মর্যাদা সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরী। প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মঠ জনবল নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়। পেশাজীবীদের পদ মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান ও ক্রমান্বতির বিষয়টি উপেক্ষা করে জ্ঞান-পিপাসু পাঠক, বুদ্ধিজীবী তথা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন অলীক স্বপ্নই বটে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন ও নবনির্বাচিত কার্যকরি পরিষদের অভিষেক উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'অনুরণন' উপহার দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দেশের সকল স্তরের সম্মানিত গ্রন্থাগার পেশাজীবী এবং বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ নোমান হোসেন

কাজী এমদাদ হোসেন
সদস্য-সচিব
প্রচার ও প্রকাশনা কমিটি

সদস্য-সচিবের কথা

স্মরণকালের সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর এই উদযাপনের মাধ্যমেই দেশের মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে। প্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বর্তমানের আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা মানুষের মেধা-মননে উৎকর্ষ প্রদান করে, লক্ষ কোটিবার জোয়ার-ভাঁটার ভিড়েও তার পদচিহ্ন মুছে ফেলা যায় না। আর সমাজ ও সভ্যতার বির্নিমাণে গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীগণই সেই শতবছরের ইতিহাসের পদচিহ্নগুলোর জানান দিয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এ দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা এবং তথ্যসেবা সংগঠনে প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা তারই ফল। এর মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রথিতযশা গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী তৈরি হয়ে জ্ঞানপিপাসুদের পথিকের পথ দেখায়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বই আজ তথ্য বিপ্লবের আওতার অন্তর্ভুক্ত। যে জাতির তথ্য ব্যবস্থা যত উন্নত সে জাতি তত বেশী শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে অগ্রসর। তারা বিশ্ব ব্যবস্থা সংগঠনেও বেশী পারদর্শী। বাংলাদেশকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পথ ধরে ই-তথ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হতে হবে। তথ্যের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর এ জন্য দক্ষ গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশ্বায়নের এ যুগে যেভাবে তথ্য মহাসড়কে দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, এতে আমাদের টিকে থাকত হলে অন্ততঃ আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয় এখনই সঠিক, যুতসই সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। পাশাপাশি গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের বর্তমান অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরসণের ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরী।

গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মর্যাদাসহ অন্যতম দাবী হলো জাতীয় স্রোতধারার ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তকরণ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর বা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সু-বিবেচনা করা। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয় -"সমস্ত শরীরকে প্রতারনা করে শুধু মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয় তবে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। ওটা মৃত্যুর লক্ষণ"। তাই আর বিলম্ব না করে আমাদের দাবীর প্রতি সরকারের আশুদৃষ্টি কামনা করছি।

স্বল্পসময়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও ল্যাব নবনির্বাচিত কার্যকরি পরিষদের অভিষেক উপলক্ষ্যে অনুরণন প্রকাশ করতে গিয়ে সকল বিষয় সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করতে না পারার ব্যর্থতার দায়ভার আমাদেরকেই নিতে হবে। এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে এবং অনুরণন প্রকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল সুধীজনের বাণী প্রদান ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের অবদানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মুদ্রণ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধপূর্বক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

কাজী এমদাদ হোসেন

স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

জন্ম: ২১মার্চ ১৯১০ মৃত্যু: ১৩ আগস্ট ১৯৭৮

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সভাপতি
ড. মোঃ মিজানুর রহমান

মহাসচিব
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)

সহ-সভাপতি
কাজী আব্দুল মাজেদ

সহ-সভাপতি
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার

সহ-সভাপতি
শামীম আরা

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

যুগ্ম-মহাসচিব
মোঃ হারুনর রশীদ

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)

গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
মোঃ নোমান হোসেন

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
ছায়া রানী বিশ্বাস

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
আঞ্জুমান আরা শিমুল

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
কাজী এমদাদ হোসেন

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
আবদুস সাত্তার

কাউন্সিলর (ঢাকা)
লৎফুন নাহার রেখা

কাউন্সিলর (চট্টগ্রাম)
আহমদ হুমায়ুন কবির

কাউন্সিলর (রাজশাহী)
মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির

কাউন্সিলর (খুলনা)
অনাদী কুমার সাহা

কাউন্সিলর (বরিশাল)
মো: মাহবুব আলম

কাউন্সিলর (সিলেট)
মোঃ কাওছার আহমদ

কাউন্সিলর (রংপুর)
সৈয়দ মাহ্বুবার রহমান সোহেল

কাউন্সিলর (ময়মনসিংহ)
মো: এমদাদুল হক

ল্যাব এম এস খান ফাউন্ডেশন
২০২১-২০২৩

সভাপতি
ড. মোঃ মিজানুর রহমান

মহাসচিব
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

সদস্য
কাজী আব্দুল মাজেদ

সদস্য
ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী

সদস্য
প্রফেসর ড. এম হারুণ-উর-রশিদ

সদস্য
হাজেরা খাতুন

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এবং ইলিস, ঢাকা এর কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

কাজী আবদুল মাজেদ
পরিচালক

মোঃ সালাউদ্দিন পাটোয়ারী
অফিস সেক্রেটারী

মোঃ হাফিজুর রহমান খান (মিল্টন)
অফিস সহকারী

মোঃ সাহাবউদ্দিন ভূঁইয়া
কম্পিউটার অপারেটর

মনির আহমেদ ফাহাদ
কম্পিউটার অপারেটর

রবি কুমার দাস
অফিস এটেনডেন্ট

রুমা রাণী দাস
এমএলএসএস

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে
সম্মানিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিববৃন্দ

সভাপতি	কার্যকাল	সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব	কার্যকাল
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান (প্রতিষ্ঠাতা)	১৯৫৬-৫৯	জনাব রাকিব হোসেন	১৯৫৬-৫৯
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৬০-৬৩	জনাব আবদুর রহমান মিরধা	১৯৬০-৬৩
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান	১৯৬৪-৬৬	জনাব এম. শাহাবুদ্দিন	১৯৬৪-৬৪
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৬৭-৬৮	জনাব আবুবকর সিদ্দিক	১৯৬৫-৬৮
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান	১৯৬৯-৭২	জনাব এ এম মোতাহার আলী খান	১৯৬৯-৭২
জনাব এম. শাহাবুদ্দিন	১৯৭৩-৭৮	জনাব আবুবকর সিদ্দিক	১৯৭৩-৭৬
জনাব আবদুর রহমান মিরধা	১৯৭৮-৮২	জনাব এ এম মোতাহার আলী খান	১৯৭৭-৮২
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৮৩-৮৫	জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৩-৮৫
জনাব যাকি উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৬-৮৮	জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৬-৮৮
জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৯-৯১	জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৮৯-৯১
জনাব এ কে এম আবদুন নূর	১৯৯২-৯৪	জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৯২-৯৪
জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৯৫-৯৭	খন্দকার ফজলুল রহমান	১৯৯৫-৯৭
জনাব এ কে এম আবদুন নূর	১৯৯৮-২০০০	খন্দকার ফজলুল রহমান	১৯৯৮-২০০০
জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১-১-০১ থেকে ২৯-০১-০৩ পর্যন্ত	খন্দকার ফজলুল রহমান	২০০১-২০০৩
জনাব কাজী আবদুল মাজেদ (ভারপ্রাপ্ত)	৩০-১-২০০৩ থেকে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত		
ড. এম আবদুসসাত্তার	২০০৪-২০০৬	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৪-২০০৬
ড. এম আবদুসসাত্তার	২০০৭-২০০৮ (২০০৭-২০০৮ বিশেষ সাধারণ সভাকর্তৃক মনোনিত)	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৭-২০০৮
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০০৯-২০১১	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৯-২০১১
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০১২-২০১৪	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০১২-২০১৪
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০১৫-২০১৭	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০১৫-২০১৭
সৈয়দ আলী আকবার	২০১৮-২০২০	ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	২০১৮-২০২০
ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০২১-	মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)	২০২১-

ঢাকা বিভাগ

কাউন্সিলর (ঢাকা)
লৎফুন নাহার রেখা

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ বাবর আলী তালুকদার

রংপুর বিভাগ

কাউন্সিলর (রংপুর)
সৈয়দ মাহ্বুবার রহমান সোহেল

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ ইয়ামিন আলী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গর্বিত সদস্য হউন
পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন

The Library Association of Bangladesh
Nilkhet High School Bhaban, 2nd Floor
Dhaka University Campus, Dhaka-1000
E-mail : libraryassociation.bd@gmail.com

www.lab.org.bd

চট্টগ্রাম বিভাগ

বিভাগীয় কাউন্সিলর
আহমদ হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাধারণ সম্পাদক
শেখ মো: আলী আব্বাস

সহ-সভাপতি
আবুল হাসানাত কাজী মুহাম্মদ ইলিরাচুর রসিদ

সহ-সভাপতি
মঈনুল হোসেন সিদ্দিকী

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ জামাল হোসেন

যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক
মোঃ কামাল হোসেন

সাংগঠনিক সম্পাদক
সৈয়দ মোঃ এনামুল হক

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ আক্কাছ আলী

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
বাপ্পী রানী বড়ুয়া

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ ওসমান গনি

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ এনামুল হক

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ মহিউদ্দীন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আকতার হোছাইন

কার্যনির্বাহী সদস্য
শাহিন আরা বেগম

বরিশাল বিভাগ

সভাপতি
মোঃ মাহবুব আলম

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাধারণ সম্পাদক
মধুসূদন হালদার

সহ-সভাপতি
পংকজ কুমার সরকার

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ কামাল হোসেন

কোষাধ্যক্ষ
রেজা মোহাম্মদ ফারুক

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোসাঃ সুরাইয়া আকতার

সাংগঠনিক সম্পাদক
এ.বি.এম আমিনুল ইসলাম খান

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ সাব্বির আহমেদ

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
নেহার বেগম

কার্যনির্বাহী সদস্য
সুনীল কুমার সরকার

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আব্দুর রব

কার্যনির্বাহী সদস্য
মাহমুদা আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আহছানুর কবির

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ মাকসুদুর রহমান

সিলেট বিভাগ

সভাপতি
মোঃ কাওছার আহমদ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
স্থাপিত-১৯৫৬
ESTD-1956

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাধারণ সম্পাদক
মাশরূফ আহমেদ চৌধুরী

সিনিয়র সহ-সভাপতি
মোঃ মতিউর রহমান খান

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

কোষাধ্যক্ষ
মোঃ মাহমুদুল হাসান

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ খায়রুল ইসলাম সুহেব

সাংগঠনিক সম্পাদক
বিপ্লব কুমার দাস

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ আনোয়ার হোসেন

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
নাজমুন নাহার খানম

কার্যনির্বাহী সদস্য
সৈয়দ মোকাম্মেল আলী

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আব্দুল হাকিম

কার্যনির্বাহী সদস্য
জবরুল ইসলাম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

সভাপতি
মোঃ এমদাদুল হক

ময়মনসিংহ বিভাগ

ESTD-1956

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

কার্যকরী পরিষদ

২০২১-২০২৩

সাধারণ সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল আলী

সহ-সভাপতি
তানজিলা ফেরদৌস

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ আলী খান চন্দন

কোষাধ্যক্ষ
মনিরুজ্জামান

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আমিনুল ইসলাম

সাংগঠনিক সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ ফরহাদ

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ গোলাম মোস্তফা

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জীবননেছা জাহান চম্পা

কার্যনির্বাহী সদস্য
করিমন নেছা

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ খাইরুল আলম নান্নু

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ ফজলুর রাকিব

কার্যনির্বাহী সদস্য
ফৌজিয়া আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য
লুৎফুন্নাহার বেগম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ সাইফুল ইসলাম

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যেসব পেশাজীবীদেরকে হারিয়েছি।
আমরা তাঁদের পরকালীন মাগফেরাত কামনা করি।

আমরা শোকাহত

খন্দকার মিল্লাতুল ইসলাম

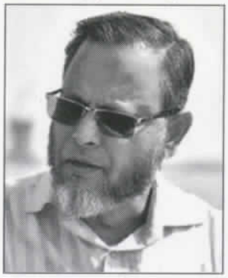
এ ডি এম আলী আহমেদ

ড. মির্জা মো: রেজাউল ইসলাম

খ.ম. আব্দুল আউয়াল

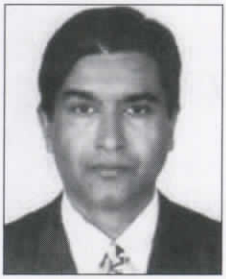
এস.এস সামছুজ্জামান

ড. মো: নাজিম উদ্দীন

মো: শাহবুদ্দিন খান

মো: হাবিবুর রহমান

মো: আবু সাঈদ

মো: শফিকুল ইসলাম

মো: ইজ্জত আলী

রাজু আক্তার

ফরিদা ইয়াসমিন

এ কে এম সামসুদ্দিন
সৈয়দা ফাতেমা ফয়জুননেছা
এম ওয়াহিদুজ্জামান
জনাব ফজলুর রহমান
ও নাম না জানা অনেকে।

বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার ভাবনা

প্রফেসর ড. মোঃ নাসির উদ্দীন মিতুল

৫ই ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১'। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'। এ বছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের প্রেক্ষাপট বিগত বছরগুলো থেকে আলাদা। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমটি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও দ্বিতীয়টি বৈশ্বিক করোনাভাইরাস। একদিকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী নানান আয়োজন। এ উদ্যোগকে আরো ত্বরান্বিত করেছে ইউনেস্কো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালনে ইউনেস্কোর আনুষ্ঠানিক এ উদ্যোগ বিশ্বময় সবাইকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে। অন্যদিকে করোনা অতিমারির কারণে সরকার জনসমাগম এড়াতে অনেকটা কঠোর অবস্থানে রয়েছে। নিষিদ্ধ করেছে সব রকমের জনসমাবেশ। স্বল্প পরিসর করা হয়েছে মুজিব বর্ষ উদযাপন। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলাকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের বলিষ্ঠ উদ্যোগের কারণে করোনা মোকাবেলায় উন্নত বিশ্ব ব্যর্থ হলেও বাংলাদেশ আজ এক রোল মডেল।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। তাঁর একক নেতৃত্বে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বভাগতই দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল সুগভীর। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় যতগুলো বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। তিনি জানতেন সঠিকভাবে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতি-মানস গঠন। আর জাতি-মানস গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। তিনি মানতেন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড হচ্ছে গ্রন্থাগার। তাই তাঁর কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার ভাবনা মূলতঃ তাঁর শিক্ষা ভাবনার মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ডস্বরূপ। এ কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতেন বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীপরিষদের সদস্য থাকাকালীন ৫ই ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম ঢাকায় পাবলিক লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন গভর্নর। বঙ্গবন্ধু সেই কেবিনেটের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনে জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। যা আজ ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে। ২০১৮ সালে এই দিনটি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার-বান্ধব বঙ্গবন্ধুর ন্যায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের আত্মমর্যাদা কয়েকগুন বাড়িয়ে দিলেন। নিজেকে প্রমাণ করলেন গ্রন্থাগার-বান্ধব একজন জ্ঞানপিপাসু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

১৯৭০ সালের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "...............সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতের পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ......কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বিশেষত স্কুল শিক্ষকদের বেতন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। ....দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।..."।

জাতির পিতার এ বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতির ঠিক পঞ্চমটির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। রঙ্গনাথন বলেছেন, 'গ্রন্থাগার একটি ক্রম-বর্ধিষ্ণু উপাঙ্গ'।

অর্থাৎ, এটি মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ঠিক রঙ্গনাথনের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। তাঁর একথা শিক্ষক মর্যাদার একজন স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রেও সমান প্রণিধানযোগ্য। যেহেতু পদ-মর্যাদা, বেতনের দিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন। যদিও এখনও অনেক স্কুল-কলেজে বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকগন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এটি কাম্য নয়।

১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গঠিত ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা পুরোটাই প্রতিফলিত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার ভাবনা কেমন ছিল? নিম্নে তা বর্ণনা করা হলোঃ

প্রাথমিক স্কুলের গ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনায় গ্রন্থাগার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বঙ্গবন্ধু গঠিত ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ".........দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে একটি করে গণ-গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশন এ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে। থানা গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে জাতীয় সরকার। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হতে হবে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন"। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগারের এ রূপকল্প যা বঙ্গবন্ধু সেদিন দিয়েছিলেন, আজও তা পূরণ হয়নি।

মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশনে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, "মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলো নানা কারণে অচল হয়ে পড়েছে। এখানে বহু পুরাতন জরাজীর্ণ, কীটদৃষ্ট অকেজো বইয়ের গাদায় পড়ে নতুন বইগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। স্থান বা আলমারীর অভাবে অকেজো বইগুলো আলাদা করা সম্ভব হয় না। তাই কমিশন মনে করে মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার মামুলি উন্নয়ন বা জোড়াতালির ব্যাপার নয়, একে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে'।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশনের মতে কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর দৈন্য মূলত মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের দৈন্যের মতই। এখানেও স্থানাভাব সর্বত্র প্রকট। কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ন্যুনতম মান সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ ছিল, 'কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ অপরিহার্য। কলেজ গ্রন্থাগার সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে'।

শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার নিয়েও তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।' কমিশন আরো বলেছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই, সাময়িকীর বরাদ্দ বাড়াতে হবে, গবেষণাকর্মকে জোরদার করবার জন্য রেফারেন্স বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশী বই, ফিল্ম ইত্যাদি আমদানির জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারি আনুকূল্যের প্রয়োজন হবে।' ভাল গ্রন্থাগার করতে হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নতমানের গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। চাহিদা পূরণের পক্ষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। কমিশনের সুপারিশ ছিল, **'যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদেরকে পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ'।**

বঙ্গবন্ধু গঠিত ঐ শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে শিক্ষাঙ্গনে লাইব্রেরীর পাশাপাশি মিউজিয়াম স্থাপনের আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখা মিউজিয়ামে যথাসম্ভব বিবৃত হয়।

তাই শিক্ষাঙ্গনে মিউজিয়ামের সাহায্যে শিক্ষাদান পর্ব অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কমিশনের এমন পরামর্শ বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। **তাছাড়া বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন।** দুর্ভাগ্য এ জাতির। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনাকে পুনরায় কার্যকরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশরত্ন শেখ হাসিনার ২০১০ সালের শিক্ষা নীতির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সরকারের আমলেই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের আশাতীত পদ সৃষ্টি হয়। তিনি গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি করেছেন। পেশার মর্যাদা বৃদ্ধিতে ৫ই ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। এ সরকারের আমলেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর মাধ্যমে এ পদের চাহিদা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমস্যা হলো, এত অধিক সংখ্যক পদ পুরনে সাপ্লাই চেইন অত্যান্ত দুর্বল। দেশে ১৫০ টির-ও অধিক সরকারি- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও মাত্র ৩টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষযে স্মাতক সম্মান ও মাস্টার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মুহূর্তে ২৮,৫০০টি পদ সৃষ্টি হলেও মাত্র ২০০ গ্র্যাজুয়েট এ বিষয়ে ডিগ্রি সম্পন্ন করছে। ফলে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষা ব্যবসায়ীদের অনুমোদনহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভূয়া সনদ বিক্রির মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। যা দুঃখজনক! অচিরেই সকল সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়টি চালু করে এ সমস্যার সমাধান জরুরি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং সর্বশেষ ডেল্টা প্লান ২১০০ ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেকটি ভিশন সফলভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি সভ্যতার পরিক্রমায় মানুষের চর্চিত চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন-দর্শনের একমাত্র আধার 'গ্রন্থাগার' হচ্ছে জাতির সঠিক আলোর দিশারী। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যার এ গ্রন্থাগার ভাবনা আগামী দিনের পথ চলায় আলো ছড়াবে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এ ভাবনা জাতিকে পথ দেখাবে।

ডিন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
E-mail: mitulnasiruddin@gmail.com

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন, গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

* ড. মোঃ মিজানুর রহমান

"বাবারা একটু লেখাপড়া শিখ। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ কর, ঠিকমত লেখাপড়া না শিখলে কোন লাভ নেই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু থাকে বাপ-মাকে সাহায্য করো। প্যান্ট পরা শিখেছো বলে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না। দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখো। কানাডায় দেখলাম ছাত্ররা ছুটির সময় লিফট চালায়। ছুটির সময় দু'পয়সা উপার্জন করতে চায়। আর আমাদের ছেলেরা বড্ড আরাম করে খান, আর তাস নিয়ে ফটাফট খেলতে বসে যান। গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুন গাছ লাগিও, কয়টা মরিচ গাছ লাগিও, কয়টা লাউ গাছ ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগিও। বাপ-মার একটু সাহায্য করো। কয়টা মুরগি পালো, কয়টা হাঁস পালো, জাতীয় সম্পদ বাড়বে। তোমার খরচ তুমি বহন করতে পারবে। বাবার কাছ থেকে যদি এতোটুকু জমি নিয়ে দশটি লাউ গাছ, পঞ্চাশটি মরিচ গাছ, কয়টা নারিকেলের চারা লাগিয়ে দাও, দেখবে দুই তিনশ টাকার আয় হয়ে গেছে। তোমার ঐ টাকা দিয়ে বই কিনতে পারবে। কাজ কর, কঠোর পরিশ্রম কর, না হলে বাঁচতে পারবে না। শুধু বিএ. এমএ. পাস করে লাভ নেই"- ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে উপরোক্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। ১৯৭৩ সাল আর আজ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ। আমরা কি কেউ তার কথা শুনেছি, কর্ণপাত করেছি? আর না করার জন্য জাতি হিসেবে আমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের জাতির একটি স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। জাতির স্বপ্ন ধ্বংসের সাথে সাথে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এ দেশের মানুষকে ক্ষমতার বাইরে অন্ধকারে রেখে তিলে তিলে শেষ করে দেয়া হয়েছিলো।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু কেন, কি কারণে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সুকৌশলে বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু করে রাখা হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। ১৯৯৬ সালে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন; এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করার জন্য। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগারে পদ সৃষ্টি করে এর বিস্তৃতি করেছেন। শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করলে এর পরিবর্তন হবে না, কেননা তিনি তাঁর পিতার মতো যথার্থ বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক না করলে জাতি কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কেননা লেখাপড়া হতে হবে গ্রন্থাগারভিত্তিক, কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক। ১৯৭৩ সালে যখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, " শুধু বিএ এমএ পাস করলে লাভ নেই" -এ কথাটা যদি আমরা গুরুত্ব দিতাম, তাহলে এদেশের বেকারত্ব বিষপাপের বোঝা আমাদেরকে বহন করতে হতো না। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি (আমি মনে করি) বঙ্গবন্ধু কথা পুনরাবৃত্তি করে যথার্থই বলেছেন বিএ. এমএ. পাশ করা বেকার আমরা তৈরী করতে চাই না, কোন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকা উচিত নয়। কেননা একজন পিতা তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পর যখন সে কাজ পায় না, তখন তার পিতা-মাতার ভিতরে হতাশা কাজ করে। জাতি হিসেবে আমরা সেটা মেনে নিতে পারি না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা গ্রহণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন "আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কলেজ ও স্কুল, যাতে সত্যিকারের মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজরা শেষ করে দিয়ে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে, ভাইরা আমার। আমি কিছু সোজা সোজা কথা কই, রাগ করতে পারবে না। রাগ করো আর যা করো, আমার কথাগুলো শোনো। লেখাপড়া করো আর নিজেরা নকল বন্ধ করো। আর এই ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায় সংঘদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোল। প্রশাসনকে সঠিকভাবে চালাতে সময় লাগবে। এর একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত গলদ আছে।

মাঝে মাঝে ছোটখাটো অপারেশন করছি। বড় অপারেশন এখনও করি নাই। সময় আসলে করা যাবে। তোমাদের আমি এইটুকু অনুরোধ করছি তোমরা সংঘবদ্ধ হও। আর মেহেরবানী করে আত্মকলহ করো না। এক হয়ে কাজ করো। দেশের দুর্দিনে স্বাধীনতার শত্রুরা সঙ্ঘবদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দলবদ্ধ। তোমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে" -এই অসাধারণ বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, তার শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ। গ্রন্থাগার ব্যবহার করে তার সোনার বাংলায় সোনার মানুষ গড়ার অঙ্গীকার এই বক্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অঙ্গীকারে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। রাষ্ট্রকাঠামো, নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মান সম্মান ও আত্মমর্যাদা ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ০৭ ই মার্চের ভাষণ ছিলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও কাঠামো নির্মাণে অমীয় বাণী। যার মাধ্যমে বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতাকে সফলতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্য তিনি বাঙালি জাতির মেরুদন্ড মজবুত করতে চেয়েছিলেন। আর মেরুদন্ড সোজা করার সাথে সম্পর্ক ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা। এসবই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, শিক্ষা-ভাবনা ও দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে বীরের মতো আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার ভীত প্রস্তুত করেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন উক্ত কমিশন রিপোর্টে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের প্রস্তাবনা করেছিলেন উক্ত কমিশনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ১৫ আগস্টের পর একটি স্বাধীন জাতির স্বপ্ন ধ্বংস করে তার শিক্ষাব্যবস্থাসহ সবকিছুকে স্থবির করে দেয়া হয়েছিল। জাতিকে মেধাশূন্য করে দেয়ার যে কৌশল তা থেকে কেন জানি কোন মতেই আমরা বের হতে পারছি না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীনের পর দ্বিতীয়বার দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আবার শুরু হয় শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজ। কিন্তু প্রশাসনের ভিতর কোন এক অদৃশ্য শক্তি সরকারকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। আর এই প্রতিবন্ধকতায় শোষণের শিকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ও গবেষকগণ। সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত গ্রন্থাগারিক ও সহকারি গ্রন্থাগারিকগণও তাঁদের বঞ্চনা থেকেও রেহাই পাচ্ছেন না। গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে সমাজ থেকে অনাচার, অবিচার, খুন, ধর্ষণ, জঙ্গিবাদ, পারিবারিক ও নৈতিক শিক্ষা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব কমবে না বরং বেড়ে যাবে। কিন্তু আজ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের অবস্থা কি? গ্রন্থাগার সেবার ধরণ, নিয়োজিত কর্মীদের বতর্মান অবস্থা, পদমর্যাদার মান, সেখানে যারা কাজ করছেন তারা কীভাবে আছে, কীভাবে তারা কাজ করছেন? তার মনিটরিং অথরিটি কে? কোন কিছুর জন্য কোনো সমন্বয় নেই। অথচ সরকার তার ব্যয় ও বিনিয়োগ ঠিকই করে যাচ্ছেন। এখানে কর্মীগণ যথাযথ মনিটরিং এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে তার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নির্দিষ্ট না করে দেয়ার ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কথা বাংলাদেশের সেটি হচ্ছে না।

অপরদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ সৃজন করেছিলেন, সে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করে গ্রন্থাগারিকদের ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীগণ গ্রন্থাগারমুখী হচ্ছে না। পাঠক গড়ে উঠছে না, গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসনিক ভাষাগত জটিলতায় ফেলে তারা তার ন্যায্য অধিকার, পদমর্যাদার মান, আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন করে ফেলা হচ্ছে; যা মোটেই কাম্য নয়। ভালো গাড়ি থাকলে লাভ কি, যদি তার ভালো ড্রাইভার না থাকে? গ্রন্থাগারিক ও সহকারি গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঘরে একজন ব্যক্তির চাকরির যে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছেন, কিন্তু তারা গ্রন্থাগারে কি যথাযথ সেবা দিতে পারছেন? নিশ্চয়ই নয়।

তাদের দিয়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য এ পদ সৃজন করা হয়নি; বরং কীভাবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে; সেজন্য এ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের পরিবেশ এবং এর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা খাতে বরাদ্দের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। আজ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বা ভিন্ন নামে ফি নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেটা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের পিছনে বা মানসম্পন্ন শিক্ষার কাজে ব্যয় না করে অন্যান্য কাজে তা ব্যয় করছে, যা দুঃখজনক এবং গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরায়ও বটে।

কোভিড-১৯ এর মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত সকল ক্ষেত্রে মনিটরিং করে এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এই করোনাকালীন সময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন। করোনা মহামারীতে যখন সমগ্র বিশ্ব দিশেহারা তখন তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ হাতে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে ঘরে বসে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ২০১৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা এদেশে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জন্য একটি অভাবনীয় সাফল্য। আমাদের দেশে অনেকগুলো পেশা আছে কিন্তু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাগত কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের একটি জাতীয় দিবস সরকার ঘোষণা করে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন, কর্ম ও জীবন, শিক্ষা ভাবনা এবং গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দায়বদ্ধতার ঋণে আবদ্ধ করছেন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিনিময়ে তারা চায় সরকারের সদিচ্ছা এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক এবং পদমর্যাদাগুলোর অসঙ্গতি দূর করার দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ। এর জন্য সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকছে না। শুধুমাত্র সঠিক দিক নির্দেশনা এবং একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন বা একটি পরিপত্র এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমুলভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে। বদলে দিতে পারে বর্তমানে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে এদেশের শিক্ষার চিত্র। এদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা অঙ্গীকারবদ্ধ, 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'। ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার হলে বাংলাদেশের পেশাজীবীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থ পাঠ বৃদ্ধি পাবে। সমাজ থেকে সাইবারক্রাইম, আইসিটির অপব্যবহাররোধসহ অন্যান্য ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করবে। ইলেকটনিক্স ডিভাইসগুলো শুধুমাত্র তার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হবে।

১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত শিক্ষা নীতি এদেশে প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি গ্রন্থাগার এবং তার ব্যবস্থাপনার জন্য সহকারি গ্রন্থাগারিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আর এই কর্মীগণ পারবে তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে, পাশাপাশি আমাদের সাধারণ শিক্ষায় যে বেকারত্ব বেড়েছে তা রহিত করতে। কর্মমুখী, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে পারলে দেশ-বিদেশে এদেশের সাধারণ মানুষ কাজ করতে পারবে। প্রশিক্ষিত কর্মী হিসেবে তারা উচ্চ বেতনভাতা পাবে। আর এসব কিছুর দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে গ্রন্থাগার অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তার জন্য দরকার সরকারের সদিচ্ছা, গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের যথাযথ মর্যাদা এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, মেধাবীরা যদি শিক্ষাব্যবস্থায় না আসে তাহলে একটি জাতি মেধাশূন্য হয়ে যাবে। মেধাশূন্য জাতি কোনদিন বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন মুজিববর্ষের বর্তমান প্রতিপাদ্য-এর বাস্তবায়ন, কেন না বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল'-এই দূর্গ শুধু পেশী শক্তির প্রয়োগ নয়; জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি সবই এই দূর্গের উপাদান মাত্র। আজ 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার' এটা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মী এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দৃঢ় প্রতীঙ্গাবদ্ধ।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দীর্ঘজীবী হোক।

** লেখক, শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার, সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি*

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন

* কাজী আব্দুল মাজেদ

ভূমিকা: বিশ্বব্যাপী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ক্ষেত্রের উপর 'দিবস' 'সপ্তাহ' 'মাস' বা 'বর্ষ' উদ্‌যাপনের নজির রয়েছে। যেমন 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' 'জাতীয় শিশু দিবস', 'স্বাধীনতা দিবস',' মা দিবস', 'বাবা দিবস', 'ভালোবাসা দিবস', 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস', 'বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস', 'পুলিশ সপ্তাহ',' ট্রাফিক সপ্তাহ' ইত্যাদি। এসব দিবস/সপ্তাহ ঘোষণা বা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বমহলে সচেতনতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান সর্বাধিক। বিখ্যাত মনিষী L.S Jast বলেছেন....' wherever there is civilization there must be books and wherever there are books, there must be libraries'. মোতাহার হোসেন চৌধুরী গ্রন্থাগারকে 'জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'গ্রন্থ' নিয়ে ইউনেস্কোর আহ্বানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস (২৩ এপ্রিল) পালিত হয়ে আসছে । ভারত, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার নিয়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' 'গ্রন্থাগার কর্মী দিবস', 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' ইত্যাদি পালিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ২০১৮ সাল থেকে সরকার কর্তৃক ৫ ফেব্রুয়ারিকে **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বস্তরে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছর দিবসটি স্বাধীনতার **সুবর্ণজয়ন্তী** এবং জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে জন্মশতবার্ষিকীর** মধ্যে পড়ায় দিবসটি বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল **"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার"**। দিবসটি উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এদেশে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)' -এর উদ্যোগে ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ অপরাহ্নে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের 'শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা এবং সমিতির নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছাড়াও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট : মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া গেলেও প্রথম দিককার সেসব গ্রন্থাগার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। গ্রন্থাগারের ব্যবহার রাজা, বাদশা, অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এবং পুরোহিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুশো বছরের বৃটিশ শাসন আমলে ঔপনিবেশিক শাসকরা সঙ্গত কারণেই চায়নি এদেশে গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক এবং তার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ সচেতন হউক। তবে এ সময়ের মধ্যে ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় এবং তার অধীনে সে দেশের কাউন্টি (আমাদের ইউনিয়ন বা গ্রাম) পর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এ ঢেউ তৎকালীন বৃটিশ শাসিত পূর্ববঙ্গেও এসে পৌছায়, যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫৪ সালে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী আমলার পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এ অঞ্চলে বেসরকারি পর্যায়ে ৪টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ৪টি ঐতিহাসিক গণগ্রন্থাগার হচ্ছে- (১) যশোর ইনষ্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি, যশোর; (২) উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া; (৩) রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি, রংপুর ও (৪) বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি, বরিশাল। পরবর্তীতে এগুলোর দেখাদেখি অন্যান্য জেলা, মহকুমা, থানা সদর এবং গ্রাম অঞ্চলেও বেসরকারি উদ্যোগে গণগ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, যার ধারা এখনও চলমান রয়েছে। সরকারিভাবে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা যায় একশত বছর পর ১৯৫৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, কারণ এ লাইব্রেরিটিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণগ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েই এ গ্রন্থাগারটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিলো। সাবেক পাকিস্তান আমলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলেও বাংলাদেশে এ গ্রন্থাগারটিকে (বর্তমানে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার) কেন্দ্র করেই বর্তমানে দেশে 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর অধীনে আপাততঃ দেশের জেলা পর্যায় পর্যন্ত (এবং তিনটি উপজেলায়) একটি সুসমন্বিত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এ নেটওয়ার্ক উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যও সরকারের রয়েছে। এ বিবেচনায় ১৯৫৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এ দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। উল্লেখ্য দেশে গ্রন্থাগার পেশা, গ্রন্থাগারিকতা পেশা, সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের বর্ধিত ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি 'গ্রন্থাগার দিবস' -এর অভাব দীর্ঘ দিন যাবত অনুভূত হয়ে আসছিল। এ প্রেক্ষাপটে এ দেশে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' ২০১০ সাল থেকে দেশে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা ও পেশার পথিকৃত মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান (এমএস খান) এর জন্ম তারিখ ২১ শে মার্চ কে গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করা শুরু করে এবং দিবসটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস** হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকার সমীপে অনুরোধ জানায়।

সরকার এ বিষয়ে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এ ক্ষেত্রের অন্য পেশাজীবী সংগঠনের মতামত নিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করে **৫ই ফেব্রুয়ারিকে** জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ঘোষণাটিকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিসহ এ ক্ষেত্রের সকল প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবীগণ স্বাগত জানিয়েছে এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে দিবসটি পালন করেছে এবং এখনও করছে।

তাৎপর্য : শিক্ষার প্রসার ও গুণগতমান উন্নয়ন, শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সকল বয়স পেশা ও মতের আপামর জনগণের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং জীবনব্যাপী স্বশিক্ষা, সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি, সমাজে সৃজনশীলতা, মানবিক গুনাবলী, সুনাগরিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা ও ধর্মীয় গোড়ামীর বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সর্বাধিক কার্যকর। বাংলাদেশের মত বহুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে কোন মতভেদও নেই। কিন্তু বাস্তবে এ ক্ষেত্রটিতে নিদারুণ অবহেলা ও অপ্রতুলতা বিরাজমান। সকল পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা যেমন প্রকট তেমনি গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে অনিহা ও উদাসীনতা। শিক্ষিত ব্যাক্তিদের সিংহভাগই শিক্ষা জীবনে কদাচিৎ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। একেবারেই করেননি এমন সংখ্যাও কম নয় বরং এ সংখ্যা বিপুল। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রয়াস কেবল পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা এবং সার্টিফিকেট অর্জনের চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সদস্যবর্গের শিক্ষাজীবন শেষে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে আজ থেকে শত বছর পূর্বে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে সু সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর বই পড়া প্রবন্ধে যে কথা বলে গিয়েছেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন "আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপর স্থান দিই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।"

শত বছরেও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি, বরং স্কুল কলেজের শিক্ষা এখন জিপিএ-৫ পাওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি এখানে গৌণই হয়ে পড়েছে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বেরিয়ে আসা তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ কর্ম জীবনে অনেক নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের পদে আসীন হয়ে অনায়াসে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে থাকেন। এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিক শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন না এমন সিদ্ধান্তের মধ্যে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, উন্নয়ন ও এগুলোর কাঙ্খিত ব্যবহার হওয়া অত্যাবশ্যক। আর এ জন্য প্রয়োজন দেশের নীতি নির্ধারক মহল থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ সরকারের আমলেই ২০১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগারের একটি করে পদ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দেশ্য স্কুল পর্যায়ে গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রথম সরকারের কিছু পদক্ষেপের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর সরকার দেশে গ্রন্থাগার সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। দেশের ১ম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) গ্রন্থাগার সেক্টরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিলো :

"Development of library facilities will form an important component of our education programmes. Efficient library service will be designed to supplement all stages and levels of education. Library facilities are at present grossly inadequate and ill organized. The reading habits among the members of the public including students are declining due to non-availability of books and periodical in sufficient numbers. New programmes will ensure reorganization and remodeling of the existing libraries and setting up of new ones in areas where such facilities are needed. School and college libraries will be improved. Mobile libraries will be introduced on an experimental basis".

জাতীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, একাডেমিক গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার -এই চার ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণের জন্য তখন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চারটি পৃথক কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ সব কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত তৎকালীন গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ যথাসময়ে তাদের সুপারিশ প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় যে উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তার তেমন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

উন্নয়ন খাত ছাড়াও দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টি ১৯৭৪) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী সুপারিশ রাখা হয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল "আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগারের বিস্তার করা যাতে অদূর ভবিষ্যতে কোন নাগরিকের পক্ষে একটি গণগ্রন্থাগার বা তার একটি শাখা কিংবা একটি চলমান শাখা থেকে বই পেতে হলে তাঁর বাসস্থান থেকে সাধারণত এক মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করতে না হয়।" (অনুচ্ছেদ ৩০.৩৯ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪)। আরও বলা হয়েছিল: "গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের সহায়ক এবং সহযোগী। উন্নত দেশসমূহে এ সত্যটি স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্ভাবনী তৎপরতার মাধ্যমে তথাকার গ্রন্থাগারগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সার্থকতা অর্জন করছে। আমরা তাই সুপারিশ করি, সমতুল্য যোগতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীগণকে পদমর্যদা এবং পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের হাতে তুলে গ্রন্থাগারের সর্বময় দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব।" (অনুচ্ছেদ ৩০.৫৮ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪)। আমরা জাতির জনকের সরকার কর্তৃক গঠিত দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের এ সকল বাস্তবধর্মী সুপারিশ বাস্তবায়নের ধারে কাছেও এখনো যেতে পারিনি। জাতির জনকের উত্তরসুরী হিসেবে বর্তমান সরকার কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কাছে এক যুগান্তকারী ঘোষণা এবং এ সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ইঙ্গিতবাহী।

সরকার কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। এখন গ্রন্থাগার সংগঠন ও এক্ষেত্রের পেশাজীবীদের ইতিবাচক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উচিত হবে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং নিজেদের দক্ষতার উন্নয়ন করা। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যারা এ ক্ষেত্রে লেখাপড়া করছেন তারা অধিকাংশই এ ক্ষেত্রটিকে পছন্দ করে পড়াশুনা করছেন এমনটি বলা যাবে না। অনেকটা বাধ্য হয়ে এবং অনেকটা চাকরি পাওয়ার আশায় তারা এ বিষয়ে পড়াশুনা করছেন। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনাকারী একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। এখানে যারা শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান)। তবে বাস্তবে তাদের অধিকাংশই কোন না কোন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। চাকুরী পাওয়ার জন্যই তারা এ কোর্সে পড়াশুনা করছেন। আমরা জেনেছি যে, তাদের প্রায় ৯০% বিগত শিক্ষা জীবনে কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেননি, এমনকি তাদের অধিকাংশই কখনো কোন গ্রন্থাগারে যাননি। এটি একটি ভয়াবহ চিত্র। এরা পাশ করে কোন বিদ্যালয়/কলেজে গ্রন্থাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত হলে কিভাবে গ্রন্থাগারটি চালাবেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এ বিষয়ে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি। গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতি হিসেবে একটি লিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন যা 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। সেখানে তিনি বলেছিলেন - .....'লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।' ..... 'লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।' .....'তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ পাঠকেরও ।'....'যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন, কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।'

করণীয় : গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের নিজেদেরকে 'গ্রন্থ' ও 'গ্রন্থাগার' মনস্ক হতে হবে, দায়িত্ব পালনে কর্মনিষ্ঠ হতে হবে, কর্মস্থলে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হবে। তাহলেই কর্তৃপক্ষ এ পেশা এবং পেশাজীবীদের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিবেন। অন্যথায় শুধু দাবী-দাওয়া পেশ করে কোন লাভ হবে না। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা, গোল টেবিল বৈঠক, টকশো ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে এ ক্ষেত্রটির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। এ বছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার"। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী প্রতিটি ঘরে তথা পরিবারে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার মাধ্যমেই পরিবারের শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠতে পারে এবং নির্মল সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে দেশে একটা তথ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ মননশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে সমাজে যে অপরাধ প্রবণতা ও নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটছে তা অপসারণ করে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেতে পারে। এটাই হউক এবারের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার পেশাজীবীসহ সমাজের সকল সদস্যের চেষ্টা।

** সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি*

মুজিব শতবর্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও আমাদের প্রত্যাশা

* মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

গ্রন্থাগার একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক । গ্রন্থাগার একটি জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি অর্থাৎ একটি জাতি কত সভ্য, কত উন্নত তার গ্রন্থাগার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ফুঁটে উঠে। একটি জাতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সুদীর্ঘ দিনের ক্রমাগত পরিশ্রম, সাধনা, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে আজ উন্নত বিশ্ব দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে চরম বিকাশ লাভ করেছে, তা সম্ভব হয়েছে সে সকল দেশের গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির ফলে। উন্নত বিশ্বের জনগণ গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল বিধায় তাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থাগার সামাজিক মিলন কেন্দ্র, যেখান থেকে সর্বব্যাপি এক আলোকের ঝর্ণাধারা বইয়ে দেওয়া যায়। যে আলোয় মানুষ নিজকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করে। গ্রন্থাগার আজ সমাজের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর স্থান উপরে। সর্বপ্রকার জ্ঞানকে একত্রিত করে স্থায়িত্ব দানের অভিপ্রায় থেকে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। গ্রন্থাগার এসবের উত্তম সংরক্ষণাগার। সেখানে সমাজের বিভিন্ন মহৎ পথের মানুষের বহুমুখী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ বা গণগ্রন্থাগার গুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকার সার্থক রূপায়ণ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ। আর কল্যাণ নির্ভর করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানে সহয়তা করা, তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা। সর্বশেষ যেটা এই মাত্র পাওয়া গেল তা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৌঁছে দেয়া। এভাবেই গ্রন্থাগার হতে পারে সমাজ জীবনের প্রতিটি উন্নয়ন কর্মসূচির চালিকা শক্তি, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার।

সভ্যতার চাকা আবর্তিত হয় তথ্যের বিবর্তনে। তথ্যই সভ্যতার রূপক। আমরা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে তথ্য আবর্তন বা তথ্যের সঞ্চালন যেখানে যত সহজ সেখানকার সমাজ ও পরিবেশ তত উন্নত। সৃষ্টিশীল বা নতুন কিছু তৈরি করতে, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সার্বিক উন্নয়নে তথ্য মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তথ্যের গুরুত্ব বা প্রয়োজন অত্যাধিক।

গ্রন্থাগারে সকল শ্রেণির মানুষের দ্বারা রচিত বই পাশাপাশি অবস্থান করছে যেখানে সর্বশ্রেণির মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র চর্চা করছে। গণগ্রন্থাগার সকলের মিলন কেন্দ্র। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া করার সৌভাগ্য সকলের না হলেও গণগ্রন্থাগারে সে সুযোগ পায়। এই জন্যই গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়।

বর্তমান ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির যুগে দ্রুততার সাথে তথ্যসেবা প্রদানের জন্য তথ্য কেন্দ্র বা Information Centre এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। সামাজিকভাবে মানুষকে চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করাই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ কেন্দ্র এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সমাজের কোনো অবক্ষয়ের সৃষ্টি না হয়। সেজন্য সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে হবে। তাতে করে Information & Communication Centre সমাজে নতুনভাবে মূল্যায়িত হবে।

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রন্থাগারেও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক কালে গ্রন্থাগার বলতে কেবল বইয়ের সংগ্রহ বুঝায় না, তা মুদ্রিত, চিত্র সংবলিত, ধারণকৃত, ইলেকট্রনিক কৌশলে সংরক্ষিত সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের সংগ্রহশালাকে বুঝায়। নানাবিধ নব নব শ্রবণ-দর্শণ সামগ্রী এবং গ্রন্থাগারে পাঠসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে সহজ ও সঠিকভাবে সেবা প্রদান করছে। গ্রন্থাগার সেবা বিস্তৃতি করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারকে Networking এর আওতায় এনে Computer, Fax, Teleprinter, Microfilm Reader, Microfiche Reader, Micro-Film Camera, Microfiche Camera, Microfilm Printer, Phonograph Records or Ceiling Projectors, Multimedia Projectors ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক তথ্য দ্রুততার সাথে আদান-প্রদান করা হচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বায়নের ফলে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত সব গ্রন্থাগারের বই পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস

১৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর থেকে দিবসের রূপরেখা ও আর্থিক সংশ্লেষনসহ মতামত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে ২৪.০৬.২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের' চেয়ারম্যানসহ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়। পরবর্তীতে 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ', 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি' এবং 'গ্রন্থাগার ও আরকাইভস অধিদপ্তর' জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তারিখ নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্তভাবে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লিখিত যৌক্তিক মতামত পেশ করেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রস্তাবিত তারিখ	যৌক্তিকতা
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২২ মার্চ	১৯৫৮ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর)) জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	২২ মার্চ	আমাদের দেশে ২২ মার্চ ১৯৫৮ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সে কারণেই এ দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য একাডেমিক কমিটির সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, ঢাকা।	২১ মার্চ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগারিক এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান এর জন্মদিন ২১ মার্চকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণার জন্য বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির কাউন্সিল সভায় সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলার গড়া লক্ষ্যে তাঁর আশীর্বাদধন্য দেশরত্ন কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর/১৫ কার্তিক ১৪২৪ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে ৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। ২০১৭ সালের ০৭ নভেম্বর/২৩ কার্তিক ১৪২৪ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা হতে ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.১৭.৪৭৮ নং স্মারকে ৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' এর পরিপত্র জারি করা হয়। এ ঘোষণা এদেশের অগণিত গ্রন্থাগার পেশাজীবী, গ্রন্থপ্রেমী এবং গ্রন্থাগারিকতার ইতিহাসে এক অনন্য এবং অতুলনীয় অধ্যায় যা গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মধ্যে নব জাগরণের জন্ম দেয়। বর্তমান গ্রন্থাগার বান্ধব সরকারের এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবী ও জ্ঞানমনস্ক সুশীল সমাজের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ণ ঘটে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন

অত:পর ২০১৮ সাল থেকে দেশব্যাপী ০৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে। সারাদেশের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থ'াগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। র‍্যালি,আলোচনা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণগ্রন্থ'াগার অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। ২০১৮ সালের গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল বই পড়ি, স্বদেশ গড়ি।

২০১৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসও নানা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ২০১৯ সালের গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল গ্রন্থাগারে বই পড়ি, আলোকিত মানুষ গড়ি।

০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি, আলোচনা সভাসহ দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান

৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরন্তর কর্মসম্পাদনে লব্ধ অসংখ্য সাফল্যের পাখায় আরো একটি দৃষ্টিনন্দন পালকের সৃষ্টিশীল সংযোজন। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিরাম প্রয়াসের এ এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দিবসের বহির্দৃশ্যমান আনুষ্ঠানিকতা এবং অন্তর্গত অপরিমেয় গভীরতা এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিসরে এক নবতর উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জ্ঞানমনস্ক, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে গঠিত প্রশাসনিক পূণর্বিন্যাস সম্পর্কিত এনাম কমিটি সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও তৎকালীন 'বাংলাদেশ পরিষদ' এর অধীনে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহের (তথ্যকেন্দ্র) সমন্বয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠনের পক্ষে সুপারিশ করে । এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে "গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে আলোকিত মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণে নিয়েছে বহুমূখী পদক্ষেপ এবং করছে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

গ্রামীণ সমাজ ও মানুষের দুরাবস্থা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, তিনি সাহিত্যিকদের গ্রামীণ সমাজের প্রতিফলন ঘটানোর কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়।" এই অনুপ্রেরণার ফলস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু অমর হয়ে আছেন কবি-লেখনীর বাংলার সৌন্দর্যে। মহাদেব সাহা লিখেছেন,

"এই যে আকাশ এই যে বাতাস
এই যে মাটির ঘর,
এখানে তুমি রয়েছো অমর
বাংলার মুজিবর।"

আমাদের প্রত্যাশা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনসহ অন্যান্য সকল অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জনগণের মধ্যে যথার্থভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন গ্রন্থাগার বান্ধব সরকার দেশের জনগণকে আরও জ্ঞানমনষ্ক করতে গ্রন্থাগারগুলির সক্ষমতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। বর্তমান সরকার স্কুল ও মাদ্রাসায় হাজার হাজার পদ সৃষ্টি করে একদিকে বেকারত্ব দূর অন্যদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সচেষ্ট রয়েছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারিগররা আজ অবহেলিত। পদ মর্যাদা নিয়ে আজ তাদের সংগ্রাম করতে হয়। আশা করি সদাশয় সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে মানবিক বিবেচনায় রাখবেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

* মোঃ এমদাদুল হক

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার রূপকল্প ঘোষণা করেছেন এবং ৫ ফেব্রুয়ারিকে "জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস" ঘোষণা করেছেন যা এদেশে গ্রন্থাগারিকতার ইতিহাসে এক অনন্য এবং অতুলনীয় ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ গ্রন্থাগার-বান্ধব ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবী ও জ্ঞানমনস্ক সুশীল সমাজের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সকল কর্ম ও কর্মীকে আলোড়িত করেছে এক কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশায়। এ দিবসকে ঘিরে এখন সারাদেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অঙ্গণগুলি নানামুখী কর্মকান্ডে মুখরিত। র‍্যালী, আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পাঠচক্র ইত্যাদিসহ অসংখ্য ভাবনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রম এখন সামনের দিকে নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর দর্শন

ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে সর্বত্র কেবল কম্পিউটার নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলাসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই প্রয়োগের একটি আধুনিক দর্শন। কম্পিউটার হল তার বাহন। ডিজিটাল বাংলাদেশ দর্শনের মূল বিষয় হচ্ছে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, তথ্যের অবাধ ব্যবহার নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ (Knowledge based society) বিনির্মাণে ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করা এবং সর্বোপরি সরকারী সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুখী, সমৃদ্ধ দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়া। যার মূল চালিকাশক্তি হবে সর্বাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি বা ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগ যাই বলি না কেন কৃষি ও শিল্প যুগের পর মানব সভ্যতার জন্য আসা এ যুগের সার্বিক অংশীদার হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের জীবন-যাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর জীবন ধারা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক মানব সম্পদ গড়ে তোলা ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীতে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত যার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া বিষয়টি হল ডিজিটাল গভর্ণেন্স ব্যবস্থা। অর্থাৎ সরকারের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর করা। এছাড়া দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত মুদ্রিত তথ্যসামগ্রী দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে ডিজিটাইজেশন করা, ডিজিটাল লাইব্রেরি স্থাপন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভান্ডার (ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরী) গঠন, লাইব্রেরি ও ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়ারের মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তর করা, ওয়েব আর্কাইভিং নেটওয়ার্কিং সংবলিত একটি সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার তৈরী করা ডিজিটাল গভর্ণেন্সের অন্যতম কাজ। দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলো কাজ করছে নিজ নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য। সীমিত হলেও এতে জনসম্পৃক্ততা রয়েছে। এখন প্রয়োজন সকল তথ্য প্রতিষ্ঠান, ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র বা গ্রন্থাগারকে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ এর মূল ধারণাটি কার্যকর করার সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সাথে প্রয়োজন তথ্য উপাত্তকে ব্যবহারোপযোগী করে তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে একে যুক্ত করা। বর্তমানে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে এখনো পর্যন্ত বেশীরভাগ গ্রন্থাগার শুধু সনাতনই নয়, বরং এখানে রয়েছে মৌলিক বিষয়ের অভাব। দৈন্যতা রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষণ সামগ্রী সংগ্রহে। তবে উন্নয়নের যে দোলা লেগেছে তা যদি দ্রুত দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগারে বিস্তৃত করা যায়, তাহলেই গ্রন্থাগারগুলো এবং এই প্রজন্মের গ্রন্থাগারিকগণ শুধুই ডিজিটাল বাংলাদেশের কারিগরই হবেন না কর্ণধারও হবেন।

বিশেষায়নের যুগে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র থেকে বেরিয়ে এসে গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানীদের আজ শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার

সাথে সাথে গ্রন্থাগার শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। তরুণ সমাজ যাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী হয় সেজন্য নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারের কর্মকান্ডে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক প্রয়োগ ঘটানো যাবে এবং গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানীদের যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা যাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারের ভুমিকা ততই গতি সঞ্চার করবে।

গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। খৃস্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বছর আগে মেসোপটেমিয়া-মিশর-সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। অ্যাসিরীয়-সুমেরীয় সভ্যতায় বর্তমান ইরাকের অন্তর্ভূক্ত এলাকায় প্রাচীন নিনেভা, নিপুর ও সুমার শহরে নানা ধরনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোর একটি। বর্তমান সিরিয়ার উগারিত নামক বন্দরনগরীতেও গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। ভারতীয় উপমহাদেশেও রয়েছে গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

বর্তমান বিহারের নালন্দায় অবস্থিত 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'- এর বিখ্যাত গ্রন্থাগার দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের আকর্ষণ করত। পরবর্তীতে মুসলিম সুলতান ও মোঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন গ্রন্থাগার। সারকথা সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সমাজে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। মানবসভ্যতার ইতিহাস আর গ্রন্থাগারের ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা। সরকারীভাবে পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে লন্ডনে পৃথিবীর প্রথম গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ তথা এই জনপদে প্রথম গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। কারলাইল বলেছেন, "গণগ্রন্থাগার হচ্ছে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়"। ডিটজিয়ান এর মতে, গ্রন্থাগার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অগ্রাগার। গ্রন্থাগার হলো সঞ্চিত জ্ঞানের ভান্ডার। জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট স্থান। সব বয়সের মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সহায়ক হলো গ্রন্থাগার। সব ধরনের প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বকে উৎসাহিত করে গ্রন্থাগার। মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অনন্য ভুমিকা পালন করে থাকে। তাই সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুমেয়। আর এই গ্রন্থাগারের প্রাণ হচ্ছে বই, বইয়ের সেরা সমাহার ঘটে গ্রন্থাগারে। ফলে বই ও গ্রন্থাগার একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বই মানুষের জীবন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি পথরেখা তৈরি করে দেয়। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, মানুষকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রথম ১৯৫৮ সালে আমেরিকাতে এপ্রিল মাসে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। এতে স্কুল, একাডেমিক, পাবলিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার সপ্তাহটি পালন করে। এ গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাজের মূল্যায়ণ এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করা। সে থেকে প্রতি বছর আমেরিকাতে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। যুক্তরাজ্যেও দেশব্যাপি গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং লেখকদের নিয়ে গল্প বলার আসর করা হয়ে থাকে। জ্যামাইকা গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৬৬ সাল থেকে ফেব্রুয়ারির ৬-১২ তারিখ গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করে। অস্ট্রেলিয়াতে লাইব্রেরি এ্যান্ড ইনফরমেশন এসোসিয়েশন কর্তৃক মে মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ড. এস.আর. রঙ্গনাথনের স্মরণে তাঁর জন্ম তারিখ ১২ আগস্ট Librarian's Day হিসেবে পালন করা হয়। এভাবে বিশ্বের বহু দেশে গ্রন্থাগার দিবস বা গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। এরই সূত্র ধরে বাংলাদেশে ২০১৮ সাল থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের নিকটে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। একুশে বই মেলা, একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য ফেব্রুয়ারি মাস নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে ৫ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দিবস ঘোষণা করেন। এ দিবস ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। সহযোগিতা করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (LAB), বেলিড, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ও ব্রিটিশ কাউন্সিল। গণগ্রন্থাগারের উদ্যোগের সাথে সহমত পোষণ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে।

ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, এবং বিভাগীয় কাউন্সিলর ও সভাপতি, ল্যাব, ময়মনসিংহ বিভাগ

সুশিক্ষায় গ্রন্থাগার: প্রসঙ্গ উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে

* সৈয়দ মাহ্বুবার রহমান সোহেল

সহস্র বছরের পথ পরিক্রমায় মানুষের অসংখ্য অমর কীর্তির মধ্যে গ্রন্থাগার নিজ মহিমায় নিজের স্থান করে নিয়েছে। সুমেরীয়-অ্যাসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতায়ও জ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের যাবতীয় উত্থান-পতন আর ঘটন-অঘটনের ডামাডোলে অপরিবর্তিত থেকে গেছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার তথা জ্ঞানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

মানবজাতির প্রয়োজনে সর্ব প্রকার জ্ঞানকে একত্রিত করে স্থায়ীত্ব দানের অভিপ্রায়ে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। ইহা জ্ঞান সংরক্ষণের মূলপ্রাণ কেন্দ্র। সর্বস্তরের মানুষের সেবা ও সুশিক্ষার জন্য জ্ঞান অর্জনের সকল শাখা যেখানে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োজনীয় পুস্তক/পুস্তিকা ও অন্যান্য নন-বুক সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের কাজ করে থাকে, তার সমষ্টিকে গ্রন্থাগার বলা হয়। আমরা সকলে জানি, পৃথিবীতে গ্রন্থাগার ৪ (চার) প্রকার। যথা- (i) Academic Library (ii) Public Library (iii) National Library (iv) Special Library. একাডেমিক লাইব্রেরি বলতে মূলত আমরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বুঝে থাকি। ও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক শিক্ষা, গবেষণা কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে হলে এ ধরনের গ্রন্থাগারের উপস্থিতি প্রয়োজন। Harrod's Librarians Glossary অনুসারে, "Academic Libraries are those of Universities, Polytechnics, Colleges, School and all other institution forming past of or associated with educational institution."

সুতরাং, বলা হয়, সকল শিক্ষার্থী ও গবেষকদের বিভিন্ন মুখী তথ্য চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইহা সমগ্র দেশের শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা উন্নয়নে সহায়তা করে। এজন্য বলা হয়- "Library is the heart of academic institute."

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানও তত ভালো। সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোকে শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে শিক্ষাদান ও শিখন পদ্ধতির (Teaching and learning mathods) যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করা হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হলো কলেজ। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ও সাব সেক্টরের জন্য বিশেষজ্ঞ, যোগ্য নেতৃত্ব ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা। আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও তথ্য সেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। উচ্চ শিক্ষার গুনগত মান অর্জন, আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার ছাড়া সম্ভব নয়। একারণে বলা হয়, যদি সত্যিকার অর্থে আধুনিক গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা না যায়, নতুন কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন নয়। একটি নতুন বিভাগ স্থাপন না করলে শিক্ষা কার্যক্রমের কোনই ক্ষতি হবে না; কিন্তু ক্ষতি হবে যদি গ্রন্থাগার সেবা কিংবা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে অবহেলা করা বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একজন ছাত্র তার শিক্ষা, তথ্য বিনোদন ও অনুপ্রেরণার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া শিক্ষক কর্তৃক দেয় Assignment প্রস্তুত করার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণসহ Extra-curriculur কার্যক্রম করার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করা জরুরী। একজন ছাত্রের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শ্রেণিকক্ষ যেমন জরুরী তেমনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার (Informal education) জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

কলেজের পাঠ্য বইয়ে যেটুকু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে তা অত্যন্ত সীমিত আর এই সীমিত বিষয়গুলিই মুখস্থ করা ছাড়া প্রকৃত অর্থে যদি হৃদয়ঙ্গম করতে হয় তাহলে আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয়াদি জানার প্রয়োজন পড়ে। সে জন্য পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইও পড়তে হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করা এবং তার মধ্যকার সৃজনশীলতার দীপকে প্রজ্বলিত করার জন্য এবং মানবিক গুণাবলী গঠন ও বিকাশের জন্য বেশি বেশি করে বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার কোন বিকল্প নেই।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানবিকতা শেখায়, মনষ্কতা বৃদ্ধি করে, প্রকৃত শিক্ষার জন্য গুণগত শিক্ষা আবশ্যক। আর গুণগত শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশা। শিক্ষার উপজীব্য বিষয়বস্তু নিহীত থাকে গ্রন্থাবলীতে আর এই গ্রন্থাবলীর ধারক ও বাহক হলো গ্রন্থাগার। জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন সময়ের চাহিদা। যুগোপযোগী গ্রন্থাগার জ্ঞানের আলো ছড়ায়। অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধনকারী বাহন।

*সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), রংপুর বিভাগ,
ও গ্রন্থাগারিক (হেড অব দ্যা লাইব্রেরী), রংপুর মডেল কলেজ, রংপুর।*

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১

* মোঃ ইউসুফ আলী অনিম

"প্রচুর বই নিয়ে গরীব হয়ে চিলেকোঠায় বসবাস করব তবুও এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালবাসে না" - জন মেকলে। সমাজ বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোকবর্তিকার ন্যায়। তাই যে সমাজে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেশি সেই সমাজে সংস্কৃতিমান এবং সভ্য মানুষের সংখ্যাও বেশি।

বিশ্বের প্রতিটি সভ্যতায় গ্রন্থাগারকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার একটি জ্ঞানচর্চাভিত্তিক সামাজিক মাধ্যম। যে জাতি যত বেশি জ্ঞানমনস্ক সে জাতি তার সমাজে তত বেশি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় গৃহ নির্মাণ করা হতো। নালন্দা বিহার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন অনেক সংস্কৃতিতে গ্রন্থাগারের কোন অবস্থানই ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার, হাউজ অব উইজডোম ইত্যাদি গ্রন্থাগারের স্মৃতি সংস্কৃতিমান প্রায় প্রতিটি মানুষের মনে একখন্ড আলোর মতো উজ্জল নক্ষত্র।

"গুগোল তোমার জন্য লক্ষ উত্তর খুঁজে আনবে, কিন্তু একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর মধ্যে থেকে সঠিক তথ্যটি বাছাই করতে পারবে" - নেইল গেইম্যান। গ্রন্থাগার একটি স্বীকৃত সামাজিক দর্পণ; যার মাধ্যমে সহজেই আমরা সমাজের রুপ চিনে নিতে পারি। গ্রন্থাগার মানুষের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও বহন করে নিয়ে চলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। জ্ঞানার্জন, গবেষণা মানবিক চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ, লালন ও চর্চার মাধ্যমে গ্রন্থাগার সমাজবাসী মানুষকে আরও বেশি আলোকিত ও জীবনঘনিষ্ট করে তোলে।

"গ্রন্থ হলো এমন এক মৌমাছি যা অন্যদের সুন্দর মন থেকে মধু সংগ্রহ করে পাঠকের জন্য নিয়ে আসে"- জেমস রাসেল। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৭ সালে ০৫ ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালনের জন্য ঘোষণা করেছেন। ১৯৫৪ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পাশে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার তারিখটিকে স্মরণীয় করে তুলতে এই দিনটিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১৮ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে প্রথম পালিত হয়েছে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' সেই ধারাবাহিকতায় এবারও পালিত হতে যাচ্ছে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১' এবারের মূল প্রতিপাদ্য হলো 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজে বই প্রেমি মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ুক, পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক, বই পড়া একটি সক্রিয় কাজ বলে সমাজের সকলের কাছে বিবেচিত হোক।

সাংগঠনিক সম্পাদক, ল্যাব ও সহঃ গ্রন্থাগারিক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাবি

বাংলাদেশের বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের অবস্থা ও উন্নয়ন

* ড. মোহাঃ আজিজুর রহমান

০১। ভুমিকা ঃ গ্রন্থাগার হচ্ছে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মেধার সঙ্গে স্মৃতির, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, সমাজের সঙ্গে সমাজের মহান শক্তিশালী ও কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যম। জ্ঞানের বহুমূখী চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। গণগ্রন্থাগার হচ্ছে গ্রন্থাগারের একটি অঙ্গ যেখানে - সকলের প্রবেশাধিকার অবারিত। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাই গণগ্রন্থাগার একটি সামাজিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যা- জনগণের জন্য, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত, জনগণের প্রতিষ্ঠান। আর এই জন্যই মনীষী কারলাইল গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় (People's University) বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশে দুই ধরনের গণগ্রন্থাগার রয়েছে- বেসরকারী ও সরকারী । বেসরকারী গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাস প্রাচীনতর ও সংখ্যার দিক থেকেও অধিক । ১৮৫১ সালে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, মিশনারীর কাজে যুক্ত কর্মচারী উদ্যোগেই - এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য তৎকালীন সরকার এক আইন পাশ করেন। পরবর্তীতে সেটি ১৯১৯ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনে জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি গুলিকে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ উক্ত স্থানীয় সরকারসমুহ কালে-ভদ্রে সামান্য আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা বা এর পরিচালনা কোনটিরই দায়িত্ব তারা নেয়নি। ফলে, এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান ছিল অধিকাংশই ক্ষেত্রে হয় ভাড়াটে কিংবা ধার করা বাড়ীতে। এভাবে কেবল সদস্যদের মাসিক চাঁদার উপর নির্ভরশীল এই গ্রন্থাগারগুলি কোন প্রকার উন্নতি লাভ করতে পারেনি। শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য টিকে থাকা। এই অজুহাতে স্থানীয় সংস্থাগুলিও গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে গ্রন্থাগারগুলি একেবারে অনভিজ্ঞ, অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে, প্রতিষ্ঠার প্রায় শতবর্ষ পরে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় যখন বাংলাদেশ এই গ্রন্থাগারগুলি উওরাধিকার সুত্রে লাভ করল, তখন এদের অবস্থা ছিল বেশ শোচনীয়।

১৯৫৯ সালে স্বায়ত্বশাসন আইনেরই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে গুরত্ব প্রদান করা হয়। এই আদেশের চতুর্থ অধ্যায়ে জিলা পরিষদগুলির কার্য তালিকায় সর্ব প্রথম কাজ হিসাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তালিকাভুক্ত হয়। ঠিক একইভাবে, এই আদেশের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদগুলি নিজ নিজ এলাকায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের এই প্রতিষ্ঠানগুলি কদাচিৎ দু'একটা গ্রন্থাগারের জন্য যৎসামান্য অনুদান ছাড়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেনি। একেবারে কম সময়ের মধ্যে এই আন্দোলনের গতি ভাটা পড়ে যায়।

দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার বেসরকারী গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিভিন্ন জেলায় যে পূর্বের পাকিস্তান কাউন্সিল (বাংলাদেশ পরিষদ হিসাবে পরিচিত) গঠন করা হয় তার সঙ্গে পাঠাগার জুড়ে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই পরিষদের গুরুত্ব তেমন জরুরী মনে না হওয়ায় এর অস্তিত্ব লোপ পেলেও, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ পরিষদের গ্রন্থাগারটি পরিচালনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন, যা পরে জেলা সরকারী গ্রন্থাগার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এসব গ্রন্থাগারসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠন করেন। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর অধীনে পরিচালিত হয় দেশের সকল সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলো। দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সমস্ত বেসরকারী গণগ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার তালিকাভুক্তির কাজটি সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলো করে থাকে। এছাড়াও, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারী গণগ্রন্থাগারকে আর্থিক অনুদান, বই- পুস্তক প্রদান সহ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এ ধরনের গ্রন্থাগারগুলোর জন্য কোন একক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নেই। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার তাদের স্ব স্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের বেসরকারী গণগ্রন্থাগারগুলোতে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক সভাপতি থাকেন এবং সাধারণ সম্পাদকসহ বাকী পদসমূহে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

একইভাবে উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারী গণগ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি হয়ে থাকেন। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। এই সকল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনগণের সংশ্লিষ্টতা থাকায় জনগণের মধ্যে এগুলোর পরিচিতি ও কিছুটা জনপ্রিয়তা রয়েছে।

০২. বেসরকারী গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রাসংঙ্গিকতা ঃ বাংলাদেশে প্রথমে বিদেশী শাসন, পরে পাকিস্তানী আমল কিংবা বাংলাদেশ আমলে-এর কোনকালেই বেসরকারী গণগ্রন্থাগার প্রচার ও প্রসারের জন্য কোন কার্যকর আইন পাশ হয়নি। ফলে গ্রন্থাগারের এই অসচ্ছল অবস্থার কথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ জানলেও তাদের করার কিছুই ছিলোনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরকার শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন যা- কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। উক্ত কমিশনে, জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারনীতিতে এর গুরত্ব সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

১। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন অধ্যায়- ৬ এর অনুচ্ছেদ- ১৬.১৬ তে বলা হয়েছে " দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে যে অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তা ক্রমাগত বাড়বে এবং দেশের বহু নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি "।

২। একইভাবে অনুচ্ছেদ ১৬.১৭ তে বলা হয়েছে " অধিকাংশ সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী গ্রন্থাগার বিকাল বা সন্ধ্যার দিকে দু'তিন ঘন্টা খোলা থাকে। উপস্থিত পড়ুয়ারা পত্র-পত্রিকা পড়ে। চাঁদা-দাতা সদস্যরা বই ধার পায়। সাহায্য বা অনুদান অপ্রতুল; তাই পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন বই কেনা সম্ভব হয় না বলে চাহিদা পূরণ হয় না। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক খুবই বিরল, প্রায় সবাই খন্ডকালীন কর্মচারী। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের বিস্তারের জন্য সরকারি অনুদান ও উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন "।

৩। জাতীয় শিক্ষানীতি অধ্যায়- ১৯ এর অনুচ্ছেদ ৬.৫ বলা হয়েছে " বেসরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগার স্থাপন উৎসাহিত করা হবে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর যাতে সকল পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার স্থাপনে সহযোগিতা করতে পারে এজন্য অধিদপ্তরকে লোকবল ও অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে "

৪। জাতীয় গ্রন্থাগার নীতির ১৩ তে বলা হয়েছে " পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উদ্যোগে যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা এবং সর্বস্তরের গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং গণগ্রন্থাগার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা "।

উপরোক্ত উদ্ধৃতির বিশ্লেষণে এর গুরত্ব সম্পর্কে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে বেসরকারী গণগন্থাগার প্রতিষ্ঠা, এর বিস্তারের জন্য সরকারি অনুদান ও উৎসাহ প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কে সহযোগীতা প্রদানের (অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করার) কথা বলা হয়েছে । জাতীয় গ্রন্থাগার নীতিতে বলা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (পাঠ ও তথ্য সেবা প্রদান) তার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করা ও গণমূখী শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.বর্তমান অবস্থা ঃ বিট্রিশ শাসনামলে তৎকালীন শাসকরা প্রথমে নিজেদের অবসর বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সময় বহু নামী-দামী গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এছাড়া বিত্তবান ও ধনী শ্রেণীর সহযোগীতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর পাশাপাশি বেশ কিছু গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের স্রোতে এসব গ্রন্থাগারসমুহ আজ পুরোপুরি টিকে নেই। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার স্বাক্ষর রেখে বেশ কিছু গ্রন্থাগার নানা প্রতিকুলতার মধ্যে আজো টিম টিম করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এসব ছোট ছোট গ্রন্থাগার হয় এককভাবে, নয়ত উৎসাহী কিছু তরুণের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ মাত্র। অনেক সময়ে ক্লাব ও সমিতির সঙ্গে অত্যন্ত হেলাফেলায় এর অস্তিত্ব ঝুলে আছে। উপজেলা ও থানা সদরে যেসব পাঠাগার গড়ে উঠেছে তাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চলছে ধুঁকে ধুঁকে। অনেক স্থানে এর অস্তিত্ব নেই। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট, বড় গ্রন্থাগারের সঠিক হিসাব যথাযথভাবে রক্ষিত নেই। তবে ১৯৭৮-৭৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় স্টিফেন জে পার্কার যে সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন তাতে ১৮৫১ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত দেশে বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৭৯ টি গ্রন্থাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তীতে সরকারী উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ১৯৯৫ সালে ১ম , ২০০৩ সালে ২য়, ২০১১ সালে ৩য় , ২০১৪ সালে ৪র্থ এবং ২০১৭ সালে ৫ম জরিপ সম্পন্ন হয়। উক্ত জরিপ কার্যের প্রতিবেদন (লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ২০১৭) ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় । সেই ডাইরেক্টরীর আলোকে এর ক্রম বিস্তৃতি নিম্নোক্ত টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ।

টেবিল ১ : দেশব্যাপী বেসরকারী গণগ্রন্থাগার প্রসারের পর্যায়কাল।

ক্র:নং	বিভাগের নাম	১৮৫১ হতে ১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১- বর্তমান	মোট সংখ্যা
১	ঢাকা	৪০	২৭	৪৮	৭৪	৫৪	২৪৩
২	চট্রগ্রাম	২১	২১	৩৫	৯৮	৩৫	২১০
৩	রাজশাহী	২৭	১৬	৪০	৬৭	৪৮	১৯৮
৪	খুলনা	৩৩	৩৫	৩০	৭৫	৪৩	২১৬
৫	বরিশাল	১৭	২১	৫১	৬৯	৩৯	১৯৭
৬	সিলেট	১০	০৫	১১	০৬	০৩	৩৫
৭	রংপুর	২২	১৯	৩৪	৮৯	৪২	২০৬
৮	ময়মনসিংহ	১৩	১১	০৯	২১	১৭	৭১
	সর্বমোট	১৮৩	১৫৫	২৫৮	৪৯৯	২৮১	১৩৭৬

(সূত্র : লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ২০১৭)

টেবিল ২ : অবকাঠামো, পেশাগত দক্ষতা ও আর্থিক অনুদানের বিবরণ ।

ক্র:নং	বিভাগের নাম	বিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থাগারের সংখ্যা	অবকাঠামো		গ্রন্থাগার পরিচালনায় নিয়োজিত		গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য	
			নিজস্ব ভবন	ভাড়া বাড়িতে অবস্থান	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক	প্রশিক্ষণবিহীন গ্রন্থাগারিক	অনুদান পেয়েছে	অনুদান পাই নাই
১.	ঢাকা	২৪৩	১৯৮	৪৫	১২৭	১১৬	১২২	১২১
২.	চট্রগ্রাম	২১০	১৫৯	৫১	৭৪	১৩৬	১২৪	৮৬
৩.	রাজশাহী	১৯৮	১৫২	৪৬	৯৯	৯৯	১১৩	৮৫
৪.	খুলনা	২১৬	১৪৪	৭২	৭৫	১৪১	১৪৬	৭০
৫.	বরিশাল	১৯৭	১৪৯	৪৮	৮০	১১৭	৮০	১১৭
৬.	সিলেট	৩৫	২৮	৭	১৯	১৬	২৮	৭
৭.	রংপুর	২০৬	১৮৩	২৩	৭৮	১২৮	১২৩	৮৩
৮.	ময়মনসিংহ	৭১	৬১	১০	৪৯	২২	৫৪	১৭
মোট		১৩৭৬	১০৭৪	৩০২	৬০১	৭৭৫	৭৯০	৫৮৬

উপরোক্ত টেবিল ১ হতে দেখা যায় যে, দেশে মোট ১৩৭৬টি বেসরকারী গণ-গ্রন্থাগার রয়েছে। তবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৪০৪টি। এছাড়াও বাংলাদেশে বেসরকারী গণগ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গ্রন্থাগার তালিকা ২০১৭ উল্লেখ করা হয়েছে দেশব্যাপী মোট ১৯৫৬টি বেসরকারী গণ-গ্রন্থাগার রয়েছে। উপরোক্ত টেবিল ২ হতে দেখা যায় যে, দেশের ৩০২টি গণগ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ভাড়া বাড়িতে, ৭৭৫টি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কোন পেশাগত ডিগ্রি নেই এবং ৫৮৬টি গ্রন্থাগার সরকারী কোন অনুদান পায় নাই ।

৪.বিদ্যমান অবস্থা উত্তোরণের উপায়সমূহ : বর্তমানে হাতে গোনা কিছু গ্রন্থাগার বাদে বাকী অধিকাংশ গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক/ গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব, দৈনন্দিন গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য রয়েছে আর্থিক অপ্রতুলতা, নতুন বই, পত্র-পত্রিকা, আসবাবপত্র, নেই নিয়মিত বেতন স্কেল ইত্যাদির অভাবজনিত কারণে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করতে পারছে না। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে আয়ের উৎস খুব বেশী নেই। সদস্যদের নিকট হতে যৎসামান্য চাঁদা, বাড়ি ভাড়া, সামান্য অনুদানই হচ্ছে, এই সকল গ্রন্থাগারের মূল উৎস। সর্বোপরি, বেসরকারী-গণগ্রন্থাগারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এই নাজুক অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী।

১। অবকাঠামো উন্নয়নের অভাব ঃ দেশে প্রায় শতাধিক এক থেকে দেড়শো বছরের অনেক পুরানো গণগ্রন্থাগার রয়েছে। যেখানে অনেক পুরাতন দূর্লভ বই, সাময়িকী, পান্ডুলিপিসহ অন্যান্য পাঠ্যপোকরণ রয়েছে। ভবনের সংস্কার ও আসবাবপত্রের অভাবে, অযত্নে হারাতে বসেছে এসব গ্রন্থাগারের ঐতিহ্য। যার ফলে কাঙ্খিত সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। তাইতোঃ জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জীবিত রাখতে হলে গ্রন্থাগারগুলির ভবন সংস্কারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন খুবই জরুরী ।

২। বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের আনাচে কানাচে যেসব গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার সেবার ধরণ ও মান ততটা উন্নত না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো গ্রন্থাগার কাঠামোকে মজবুত করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বেসরকারী গণগ্রন্থাগারে উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় তার বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নিয়মিত প্রদানের ব্যবস্থা করলে গ্রন্থাগারগুলো গতিশীলতা পাবে ।

৩। পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকা ঃ গ্রন্থাগারকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে দক্ষ গ্রন্থাগার পেশাজীবী ছাড়া সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি বেসরকারী গণগ্রন্থাগারে পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪। গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ঃ সঠিকভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকদের Professional Trainning থাকা খুবই জরুরী । যদিও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করেছে। দেশের এখনও ৬০% বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ প্রশিক্ষণ ছাড়া রয়েছেন। তাই Skill Development জন্য Regular Trainning Programme ও Refresher Courses ব্যবস্থা চালু থাকলে গ্রন্থাগারিকগণ সন্তোষজনক সেবা প্রদানে সামর্থ্য হবেন ।

৫। নিয়মিত ডাইরেক্টরী প্রকাশ না হওয়া ঃ বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের ডাইরেক্টরী নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। এর মধ্যে দেশের সমস্থ গ্রন্থাগারগুলি Basic Information গুলো থাকবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাদের কার্যক্রম, পরিকল্পনা, অর্জন ইত্যাদি ডাইরেক্টরীতে অর্ন্তভুক্ত করে প্রতিবছর প্রকাশের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

৬। একটি সার্বজনীন Library Policy প্রণয়ন প্রয়োজন ঃ দেশের সকল গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকরী Library Policy প্রণয়ন করা জরুরী। যার আদলে দেশের সকল বেসরকারী গণগ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হবে। অথচ ইউনেস্কোর ১৯৪৯ সালের পাবলিক লাইব্রেরী মেনিফেস্টোতে গণগ্রন্থাগার সুস্পস্ট আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কথা বলা হয়েছে ।

৭। কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার ও এনজিও পরিচালিত লাইব্রেরীগুলোর সাথে দূরত্ব ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক ইউনিয়ন লাইব্রেরি, আমাদের গ্রাম লার্নিং সেন্টার, পল্লী তথ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার, ডিজিট্যাল ইনফরমেশন সেন্টার নামে তথ্য কেন্দ্রে চালু হয়েছে। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের সাথে রিসোর্স শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তথ্যসেবা ও কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

অনুরণন : নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক

৮। গ্রন্থাগার হতে বিমুখ হওয়া পাঠকদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্টকরণ : গ্রন্থাগার হতে বিমুখ হওয়া পাঠকদের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি, গ্রন্থাগার ব্যবহারে আকৃষ্টকরণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বণ করা যেতে পারে । আগন্তুক পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রয়োজনে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা, নতুনভাবে আসা বইয়ের বুক জ্যাকেট, নতুন বইয়ের মলাট প্রদর্শন করা, নিউজ ক্লিপিং, ওয়াল ম্যাগাজিন প্রদর্শন, বিভিন্ন ধরনের গল্প বলার আসর, বই নিয়ে বিতর্ক, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা সহ ক্যারিয়ার সিলেকশন গাইড চালু করা যেতে পারে। সেই সাথে গ্রন্থাগার ব্যবহারে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারিকদের জোড়ালো ভূমিকা রাখতে হবে যার উপর গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করছে । দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠুক এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক পাঠাভ্যাস। একমাত্র গ্রন্থাগারই পারে মানুষের পাঠাভ্যাস সচল রাখতে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সতের কোটি মানুষের জন্য বর্তমানে বেসরকারী গণগ্রন্থাগার রয়েছে ১৩৭৬ টি অর্থ্যাৎ ১,২৩,৫৪৭ জন নাগরিকের জন্য আছে একটি বেসরকারী গণগ্রন্থাগার। অথচ ইউনেস্কো প্রতি ১ বর্গমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপনের সুপারিশ করেছে। জনসম্পৃক্ততা ও জনসচেতনার মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারগুলো আরো গণমুখিকরণ করা যেতে পারে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, এনজিও, সুশীল সমাজ, প্রকাশনা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠন বিশেষ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিকে এর উন্নয়নে শামীল হতে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পেশার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে গ্রন্থাগারিকদের পদ, পদবী, পদমর্যদা সৃষ্টি সহ দেশের বেসরকারী গণ-গ্রন্থাগারের পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন নায্য দাবী আদায়ে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে ও এর ধারাবাহিকতা আগামীতেও অব্যাহত রাখবে - এই আশা, আকাঙ্খা আমাদের সকলের।

তথ্যসুত্র ঃ

১. বেসরকারী গ্রন্থাগার নির্দেশিকা (২০১৭)। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ঢাকা ।
২. আলী, মোহাম্মদ সাদাত (২০০৪)। গ্রন্থাগার বর্ষ স্মারক গ্রন্থ । ঢাকা ,সূচীপত্র ।
৩. রহমান, মোহাম্মদ জিল্লুর (২০০৪) বাংলাদেশের গ্রন্থ উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার। ঢাকা, শোভা প্রকাশ ।
৪.আজিজুল ,হাকিম মোঃ (১৯৯৪) বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগার আন্দোলন। ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা ।

** এডিশনাল লাইব্রেরীয়ান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল-২২২৪, ময়মনসিংহ।*

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গর্বিত সদস্য হউন,
পেশার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখুন।

মুজিব শতবর্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করেন এবং দিবসটি পালনের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রের 'খ' ক্রমিকে অন্তর্ভূক্তের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এজন্য সরকার ৫ ফেব্রুয়ারীকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে মন্ত্রীসভা অনুমোদন দেয়।

জনগনের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে দেশব্যাপী এ দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি গ্রন্থাগার ও তথ্যপেশাজীবী এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের উদ্দীপ্ত করতে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞানের সূতিকাগার। গ্রন্থাগার বলতে এমন এক সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠারকে বুঝায় যেখানে তাৎক্ষনিক অথবা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, ইলেট্রনিক তথ্য, সাময়িকী, পান্ডুলিপি, চার্ট, ফিল্ম, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস, রেকর্ড, চিত্র, নকশা, স্লাইড, ডিস্ক ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী সনাক্তকরণ, সংগ্রহ, সংগঠন, সংরক্ষণ, বিন্যাস ও বিতরণ করা হয়। এই গ্রন্থাগার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি গোটা জাতির উন্নতি সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের সেবা দিয়ে থাকে। গণগ্রন্থাগার সমাজের আপামর জনসাধারণকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দেয় বিধায় কারলাইল গণগ্রন্থাগারকে "জনগনের বিশ্ববিদ্যালয়" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার একটি জাতির জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষ বিশেষ গবেষকের সেবা দিয়ে থাকে।

মুজিব শতবর্ষে ২০২১ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের শ্লোগান হচ্ছে "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার"। বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার বান্ধব গ্রন্থাগার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃজন করেছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারমূখী করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর নানামূখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে এবং অনেকগুলো পরিকল্পনা ইুতমধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়ার পথে। ইতিমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ভাম্যমান গ্রন্থাগার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে ৬৪ জেলায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে এক হাজার গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পরিচালনা করা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের "Libraries Unlimited" প্রকল্পের বাস্তবায়ন পুরোদমে এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি গণগ্রন্থাগারের অত্যাধুনিক ১৫তলা লাইব্রেরি ভবন, ৬টি নতুন ৩য় তলা উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর উর্দ্ধমুখি ৪র্থতলা লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ঘরে ঘরে যদি গ্রন্থাগার গড়ে উঠে তাহলে প্রতিটি পরিবারে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবেএবং পুরো সমাজেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়বে। তাই সুন্দর ও সুস্থ্য সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। বর্তমানে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্ম গ্রন্থাগারের বই (Book) ব্যবহার করে না করে তারা গ্রন্থাগারের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা Facebook ব্যবহার করে। গ্রামে-গঞ্জের তরুণ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা ফেলে রেখে রাস্তা ঘাটে ও বাড়ির আঙ্গিনায় বসে Facebook তথা ইন্টারনেটের দিকে ঝুকে পড়ছে। তাই এই তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থাগারমূখী করার জন্য প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় গ্রন্থাগার স্থাপন করে Facebook এর পরিবর্তে বই (Book) তুলে দিতে হবে। মুদ্দা কথা হলো তাদেরকে গ্রন্থাগারমূখী করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থাগারমূখী করতে পারলেই সুস্থ্য, সুন্দর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে। তবেই "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার" শ্লোগান সার্থক ও সফল হবে।

অনুরণন : নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক

লেখক সৃষ্টিতে পাঠাগারের ভূমিকা

* ধীরেন হালদার

জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। আর এই শক্তি যোগানের ক্ষেত্রে পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম। অনন্ত জিজ্ঞাসা অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। আর এই বই সংগৃহীত থাকে পাঠাগারে। লেখক হিসেবে গড়ে তুলতে পাঠাগার অনন্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে পাঠাগার। পাঠাগারই হচ্ছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস ও মানব হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র।

আমাদের দেশের চৌদ্দ আনা লোক সাহিত্য পড়ে না। আরও দুঃখজনক দেশের অধিকাংশ লোকই রবীন্দ্র-নজরুল-জসীম উদ্দিন-সুকান্ত-সুফিয়া কামাল-কে চেনে না। শিক্ষিত বলতে যাদের বোঝায় তাদের অনেকেই সাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন; সাহিত্য চর্চা তো দূরের কথা। শিশু সাহিত্যিক কবি হাবিবুর রহমান বলতেন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে দেশি-বিদেশি বই পড়তে হবে প্রচুর এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠাগারে যেতে হবে।

দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আর এই সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজন স্কুল-কলেজ, পাড়া-মহল্লায় দেয়াল পত্রিকা, ছোট ছোট ম্যাগাজিন ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করা। যিনি এই কাজের উদ্যোগ নিবেন, তিনি নিজেও বই পড়ার আনন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করবেন এবং অন্যদের একটি ভাল বই পড়তে উৎসাহিত করবেন। ভাল পাঠকই শুধু ভাল লেখক হতে পারেন। তাই লেখক সৃষ্টিতে পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম। আত্মিক মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্ত্বার ভিত কখনও মজবুত হয় না। তাই জাতির বিবেক জাগ্রত করতে প্রত্যেক অঞ্চলে পাঠাগার গড়ে তুলে নাগরিকদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ার উদ্দ্যোগ নিতে হবে।

সভাপতি, অরণি পাঠাগার, ও সদস্য, খেলাঘর কেন্দ্রিয় কমিটি, ডাকঘরঃ স্বরূপকাঠি, জেলাঃ পিরোজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৬৪৪৫২৫৭, E-mail: dhirenhalder58@gmail.com

**বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গর্বিত সদস্য হউন,
পেশার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখুন।**

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন কমিটি

আয়োজক কমিটি

১.	অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী	আহ্বায়ক
২.	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ নাসির উদ্দীন মিতুল	সদস্য
৪.	জনাব কাজী আব্দুল মাজেদ	সদস্য
৫.	জনাব শামীম আরা	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)	সদস্য
৭.	জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ নোমান হোসেন	সদস্য
১১.	জনাব ছায়া রানী বিশ্বাস	সদস্য
১২.	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন	সদস্য
১৩.	জনাব আঞ্জুমান আরা শিমুল	সদস্য
১৪.	জনাব কাজী এমদাদ হোসেন	সদস্য
১৫.	জনাব আবদুস সাত্তার	সদস্য
১৬.	জনাব লৎফুন নাহার রেখা	সদস্য
১৭.	জনাব আহমদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
১৮.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির	সদস্য
১৯.	জনাব অনাদী কুমার সাহা	সদস্য
২০.	জনাব মো: মাহবুব আলম	সদস্য
২১.	জনাব মোঃ কাওছার আহমদ	সদস্য
২২.	জনাব সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল	সদস্য
২৩.	জনাব মো: এমদাদুল হক	সদস্য
২৪.	ড. মোহা. আজিজুর রহমান	সদস্য
২৫.	জনাব মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার	সদস্য-সচিব

অর্থ বিষয়ক উপকমিটি

১.	জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	আহ্বায়ক
২.	জনাব মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ নোমান হোসেন	সদস্য
৪.	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন	সদস্য
৫.	জনাব শেখ সাদী	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ এ. কে. এম আফতাবুজ্জামান	সদস্য
৭.	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ আলী আব্বাস	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ	সদস্য-সচিব

আমন্ত্রণ পত্র তৈরী, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপকমিটি

১.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ	সদস্য
৪.	জনাব আহমদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
৫.	জনাব মো: মাহবুব আলম	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ কাওছার আহমদ	সদস্য
৭.	জনাব সৈয়দ মাহ্বুবার রহমান সোহেল	সদস্য
৮.	জনাব মো: এমদাদুল হক	সদস্য
৯.	জনাব আব্দুস সাত্তার	সদস্য-সচিব

প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি

১.	জনাব মোঃ নোমান হোসেন	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী	সদস্য
৩.	জনাব কাজী আব্দুল মাজেদ	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. মোঃ নাসির উদ্দীন মিতুল	সদস্য
৫.	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)	সদস্য
৭.	জনাব মো: এমদাদুল হক	সদস্য
৮.	ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	সদস্য
১০.	কাজী জাহিদুল হক	সদস্য
১১.	জনাব কাজী এমদাদ হোসেন	সদস্য-সচিব

অভ্যর্থনা, আসন বিন্যাস ও শৃঙ্খলা বিষয়ক উপকমিটি

১.	জনাব কাজী আব্দুল মাজেদ	আহ্বায়ক
২.	জনাব শামীম আরা	সদস্য
৩.	জনাব সৈয়দ আলী আকবর	সদস্য
৪.	ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য
৫.	জনাব লৎফুন নাহার রেখা	সদস্য
৬.	জনাব কাজী এমদাদ হোসেন	সদস্য
৭.	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন	সদস্য-সচিব

সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপকমিটি

১.	জনাব আঞ্জুমান আরা শিমুল	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্য
৪.	জনাব স্মৃতি রহমান	সদস্য
৫.	জনাব ছায়া রানী বিশ্বাস	সদস্য-সচিব

সাজসজ্জা উপকমিটি

১.	জনাব শামীম আরা	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্য
৪.	জনাব স্মৃতি রহমান	সদস্য
৫.	জনাব রাশেদা আক্তার	সদস্য
৬.	জনাব নিগার মাহমুদা	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার	সদস্য-সচিব

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এ দেশের গ্রন্থাগার পেশার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানসূচি

১ম পর্ব

১০:৩০	:	অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
১০:৪৫	:	পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত
১০:৫০	:	শুভেচ্ছা বক্তব্য, মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার, সহ-সভাপতি, ল্যাব
১০:৫৫	:	স্বাগত বক্তব্য, অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী, কাউন্সিলর, ল্যাব
১১:০০	:	নবনির্বাচিত কাউন্সিলের পরিচিতি, শপথ গ্রহণ ও ক্রেস্ট প্রদান
১১.১৫	:	স্বাগত ভাষণ, মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, মহাসচিব, ল্যাব
১১.২০	:	জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা ও অবস্থাঃ একটি উপস্থাপনা ড. মোঃ মিজানুর রহমান, সভাপতি, ল্যাব
১১:৩০	:	বিশেষ অতিথিবৃন্দের ভাষণ ◻ মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা ◻ মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ◻ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১২:০০	:	প্রধান অতিথির ভাষণ জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১২.২০	:	সভাপতির ভাষণ, ড. মোঃ মিজানুর রহমান, সভাপতি, ল্যাব
১২:৩০	:	ধন্যবাদ ও প্রথম পর্বের সভার সমাপ্তিঃ কাজী আবদুল মাজেদ, সহ-সভাপতি, ল্যাব
০১:০০	:	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি

দ্বিতীয় পর্ব

২:০০	:	বিভাগীয় কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের বক্তব্য
০৩:০০	:	মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গর্বিত সদস্য হউন, পেশার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখুন।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

ও

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি'র

নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠানে

সময় প্রকাশন-এর

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

'সময় প্রকাশন'-এর বই বেছে কিনতে হয় না কারণ 'সময় প্রকাশন' বাছাই বই প্রকাশ করে।

সময়

সময় প্রকাশন, বই সময়ের প্রতিধ্বনি

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা। Web : www.somoy.com

ফোন : ০২-৪৭১১৪৫৮৭

বই হাতে বারো মাস
কথাপ্রকাশ
স়ৃ জ নে র আ ন ন্দে প থ চ লা

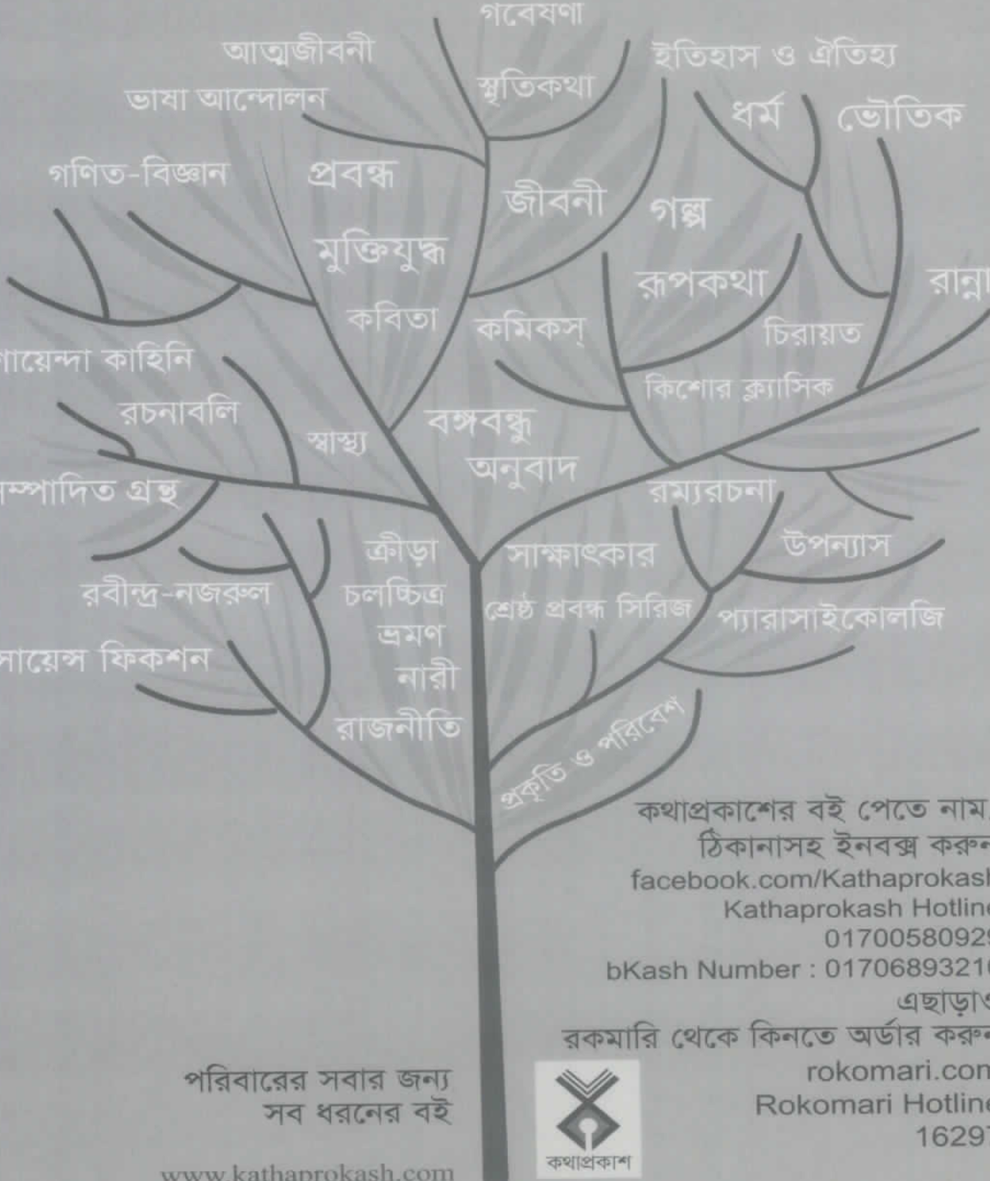

কথাপ্রকাশের বই পেতে নাম,
ঠিকানাসহ ইনবক্স করুন
facebook.com/Kathaprokash
Kathaprokash Hotline
01700580929
bKash Number : 01706893210
এছাড়াও
রকমারি থেকে কিনতে অর্ডার করুন
rokomari.com
Rokomari Hotline
16297

পরিবারের সবার জন্য
সব ধরনের বই

কথাপ্রকাশ

www.kathaprokash.com

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

অধ্যক্ষ মোঃ নাজিরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
চলতি শিক্ষার্বষে ভর্তি চলছে

লাইব্রেরী সায়েন্স

বিপিএড কোর্সে

কলেজ অব এডুকেশন
COLLEGE OF EDUCATION

স্থাপিত-২০১৩ খ্রি.

কলেজ কোডঃ ০২৬৭

ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

E-mail: collegeofeducationsatkhira@gmail.com

Mob: 01712-976689

A H Development Publishing House

World Class Scholarly Bookshop

Book Importer & Distributor, Publisher of Training & Development Books

143, Dhaka New Market, Dhaka-1205, Bangladesh, Tel: 88 02 862 76 50, Cell: 88 017 15 02 29 27

e-Mail: ahdphbd@gmail.com, Web: www.ahdphbook.com

Our Newly Published Books

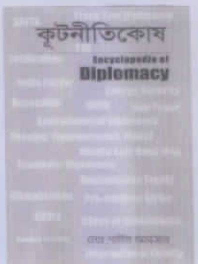

কূটনীতি কোষ
মোঃ শামীম আহসান
মূল্য: ১১০০/=

হাজার বছরের বাংলাদেশ
ড. আবদুল্লাহ আল আমিন
মূল্য: ২৫০০/=

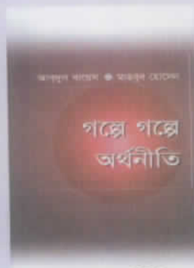

গল্পে গল্পে অর্থনীতি
আবদুল বায়েস, মাহবুব হোসেন
মূল্য: ৭০০/=

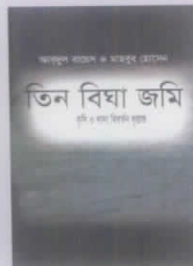

তিন বিঘা জমি
আবদুল বায়েস, মাহবুব হোসেন

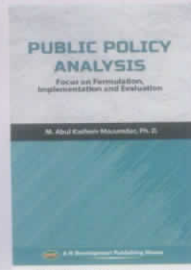

Public Policy Analysis
M. Abul Kashem Mozumder
মূল্য: ৭০০/=

মিডিয়া কোষ
মুসতাক আহমদ, আমিনুল ইসলাম
মূল্য:৬০০/=

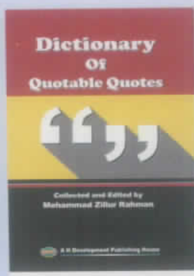

Dictionary of Quatable Quotes
Mohammad Zillur Rahman
মূল্য: ৭০০/=

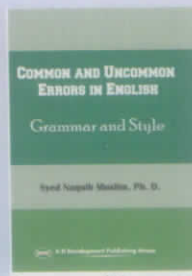

Common and Uncommon Errors in English
Syed Naquib Muslim
মূল্য: ৭০০/=

Politics of Urban DesignandDevelopment
Qazi Azizul Mowla
Sonya Afrin
মূল্য: ৯৫০/=

Sustainable Development in Bangladesh
Naznin Islam
মূল্য: ৬০০?=

Our Area of Publication

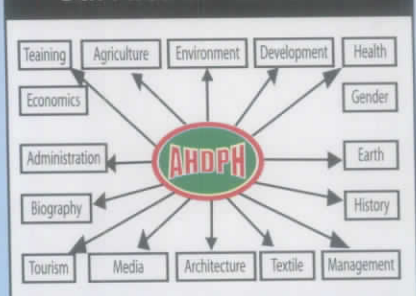

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন ও নারী প্রতিনিধিত্ব
আবেদা সুলতানা
মূল্য:৩৫০/=

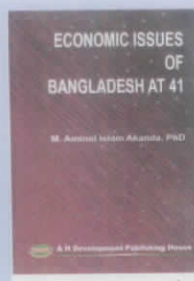

Economic Issues of Bangladesh at 40
M. Aminul Islam Akanda, Phd
মূল্য:৪০০/=

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন
সাইফুদ্দীন ও জাহিদুল
মূল্য:৩৫০/=

A H Development Publishing House

শেখ হাসিনার বই

ওরা টোকাই কেন
মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

দারিদ্র্য দূরীকরণ :
কিছুচিন্তাভাবনা
মূল্য : ২০০.০০ টাকা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মূল্য : ২০০.০০টাকা

সাদা কালো
মূল্য : ২০০.০০টাকা

আমরা জনগণের কথা
বলতে এসেছি
মূল্য : ৪২৫.০০ টাকা

সহে না মানবতার
অবমাননা
মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা

বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম
মূল্য :২০০.০০টাকা

বিপন্ন গণতন্ত্র
লাঞ্ছিত মানবতা
মূল্য : ২০০.০০ টাকা

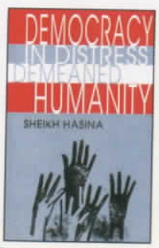

Democracy In distress
Demeaned Humanity
Price : Tk 250.00

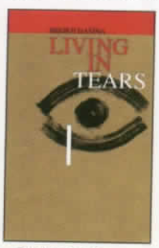

Living In Tears
Price : Tk 300.00

Democracy Poverty
Elimination Peace
Price : Tk 250.00

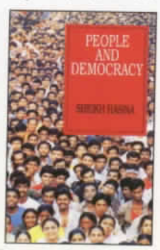

People and Democracy
Price : Tk 250.00

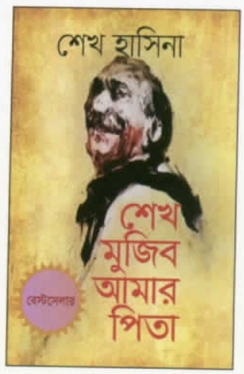

শেখ মুজিব আমার পিতা
মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯১১৮৫, ৯৫৩৩০৮৩, সেল : ০১৭৯০৫৮৬৩৬২
email : info@agameeprakashani-bd.com
http : // www.agameeprakashani-bd. com

RFID Based Library Management System

Detection Gates

Self Check

Shelf Manager

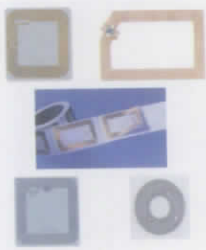

RFID Tag

Book Drop

Staff Station

Library Services

- RFID Based Library Automation
- Install & Customize Open Source LMS KOHA, D-Space, VuFind etc.
- Data Entry of Bibliographic Information According to MARC21 Format
- Scanning Books
- Create E-books

Other Services

- Home & Office Automation
- Hotel Automation
- Access Control System
- IP Camera & Cctv System
- ID Card Production System
- Fire detection & Suppression System

ELECTRO Home
INTERLINK Technologies Ltd.

M/S Electrohome
a sister concern of
Interlink Technologies Ltd.

Suite # 801 (7th Floor)
185 Bir Uttam C.R. Datta Road, Hatirpul
Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh.
www.intertechbd.com
www.interlinkrfid.com

E-Mail : info@intertechbd.com
Tel : +880-2-9674175
Cell : +880-1874045507
Facebook : www.facebook.com/intertechbd

যোগাযোগ ঃ আসিফ ইবনে সারোয়ার

মোবাইল ঃ ০১৯১১৭১৫৩৭১

বাংলাদেশ সাউথ ওয়েস্ট মডেল ইনস্টিটিউট

ইসহাক সড়ক, শংকরপুর, চাঁচড়া, সদর, যশোর।
মোবা: ০১৭১১-৩৮৩৭৬৮, ০১৭১৪-৮৩৬৩৫৯
e-mail: mmzaman790@gmail.com

স্থাপিত: ২০০২
কলেজ কোড: ০৫৫১

কলেজ বৈশিষ্টঃ

* জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকরদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিংবডি দ্বারা পরিচালিত
* অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ মোট ১৪ জন পূর্ণকালিন ও ৪ জন খন্ডকালীন শিক্ষক
* যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল ইসাহক সড়ক, শংকরপুর, যশোরে নিজস্ব ভবনে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠদান শুরু
* ১৫০ সেট ব্যবহারিক বইসহ লাইব্রেরীতে ৪০০০-এর অধিক পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে
* বিগত বছরগুলিতে উল্লেখ সংখ্যক প্রথম শ্রেণিতে শতভাগ উত্তীর্ণ
* অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান পরিচালনা করা হয়
* সর্বনিম্ন কোর্স ফি

Modern Institute of Library & Information Science, Joypurhat (MILIS)

ESTD: 2014College Code:2821

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে

লাইব্রেরী সায়েন্স

(এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স)

Abu Bakar Siddik

Cell: 01714-676 552

Expand Your Cybersecurity
W I T H

ENDPOINT DETECTION & RESPONSE OPTIMUM

- GIVES FULL VISIBILITY AND ROOT-CAUSE ANALYSIS, FOR A COMPLETE PICTURE OF THE STRENGTH OF CORPORATE DEFENSES AGAINST ADVANCED THREATS
- SUPPLIES ALL THE INFORMATION YOUR IT SPECIALIST NEEDS TO INVESTIGATE EFFECTIVELY AND RESPOND INSTANTLY TO ANY INCIDENTS

support.software@smart-bd.com 01704117232

Exclusive Distributor

smart

Kaspersky EDR Optimum

kaspersky

Tab. **Azithrogen**® 500
Azithromycin 500 mg

Cap. Dexigent® 30
Dexlansoprazole INN 30 mg

Tab. Ciprogen® **500**
Ciprofloxacin USP 500 mg

Biogen Pharmaceuticals Ltd.

January
পৌষ / মাঘ ১৪২৭ বাংলা
জমাঃ আউঃ / জমাঃ সানি ১৪৪২ হিজরী

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

February
মাঘ / ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা
জমাঃ সানি / রজব ১৪৪২ হিজরী

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

March
ফাল্গুন / চৈত্র ১৪২৭ বাংলা
রজব / শাবান ১৪৪২ হিজরী

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

২১ ফেব্রুয়ারী: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন, ২৬ মার্চ: স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২৯ মার্চ: শব-ই-বরাত *চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।

Head Office: 5 Purana Paltan, Razzak Tower [4th floor], Dhaka-1000, Phone: +88 01713 152848, +88 01713 152866, E-mail: biogenpharmabd@gmail.com
Factory: Plot No. A - 8, 9 & 10, BSCIC Industrial Estate, Patuakhali-8600, Phone: +88 01713 152861, E-mail: factory.biogenbd@gmail.com

HOTEL THE COX TODAY
Warmth & Comfort above the rest
• Presidential Suite
• Royal Suite
• Premier Suite
• Family Suite
• Honeymoon Suite
• Executive Suite
• Cox Deluxe Room
• 4 Conference Halls
• Restaurant & Cafe
• Swimming Pool
• Thai Spa
• Wide Lobby
• On The Rocks Bar
• GYM
• Mens Parlour
• Gift Shop
EXPERIENCE PURE LUXURY
Dhaka Office
+88 01755 59 8416-18
+88 01844 11 4813-14
salesdhk@hotelthecoxtoday.com
Chittagong Office
+88 01755 59 8415
+88 01755 59 8421
salesctg@hotelthecoxtoday.com
Cox's Bazar Office
+88 01755 59 8445
+88 01755 59 8443
reservation@hotelthecoxtoday.com
HOT-LINE +8801755598446-50, +8809638 999 999
Website: www.hotelthecoxtoday.com
WE ACCEPT
VISA
Follow Us

যতবেশি রেমিট্যান্স, ততবেশি ক্যাশ!!

২%

রেমিট্যান্স প্রণোদনা নগদ অর্থ প্রদান

বেশি বেশি টাকা পাঠান
সাথে সাথে গ্রহণ করুন
২% নগদ টাকা

বেশি রেট, তাৎক্ষণিক জমা

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসনে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ২% হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করবেন। যতবার টাকা পাঠাবেন, ততবার ২% হারে অতিরিক্ত নগদ অর্থ পাবেন।

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে
টাকা পাঠান

ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ঃ ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.jb.com.bd
যোগাযোগঃ ০০৮৮-০২-৯৫১৫৩০৬, ০০৮৮-০১৭৫৫৬৫৭৩৬৪, ০০৮৮-০১৮২৭৯০৯৭০৩

12 yrs experience in guard service with 100 clients
Guarding Our National Pride - PADMA Multipurpose Bridge Project
MARINE SECURITY SERVICE (MSS)
MSS
info@marineguardbd.com
Hotline: 01833332702
T: 02-7914949
Email: info@marineguardbd.com
Web: www.marineguardbd.com

Agrani Printing Press

Dhaka Office: Plot No-203, 2nd Floor,Shojan Tower-2, Topkhana Road, 3 Shegunbagicha, Dhaka-1000

Noakhali Office: Station Road, Chowmuhani, Noakhali.

Factory: Dinisgonj, Rasulpur, Jomidar Hat, Begumgonj, Noakhali.

Mobile: 01712098968, 01670051371

উন্নতমানের বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের রয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন এবং দক্ষ কারিগর। ৪২০০০ বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন ৩ লক্ষ কপি বই প্রস্তুত করার স্বক্ষমতা রয়েছে।

We Working With

ELSEVIER
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Pearson

McGraw Hill Education
WILEY
Springer

OXFORD UNIVERSITY PRESS
CRC Press Taylor & Francis Group
Taylor & Francis Taylor & Francis Group

CENGAGE Learning
CBS
ROUTLEDGE
S.CHAND
PHI

Lippincott Williams & Wilkins
Thieme
JAYPEE
SAGE

WHOLE WORLD IN A HAND

SHAUROV PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

Corporate Office:
21/3, Biswas Kunjochaya (1st Floor) Khiljee Road, Mohammadpur,
Dhaka-1207, Bangladesh, Phone: +88-02 9139755,
Mobile: +88 01991 179999, E-mail: info@spdbd.net, Web: www.spdbd.net

SPD
WHOLE WORLD IN A HAND

Sales Center:
168, Govt. New Market, Dhaka-1205, Bangladesh
Phone +88 02 9615215-6, Mobile: +88 01991 179961

www.facebook.com/www.spdbd.net https://twitter.com/publishershauro shaurov publishers distributors

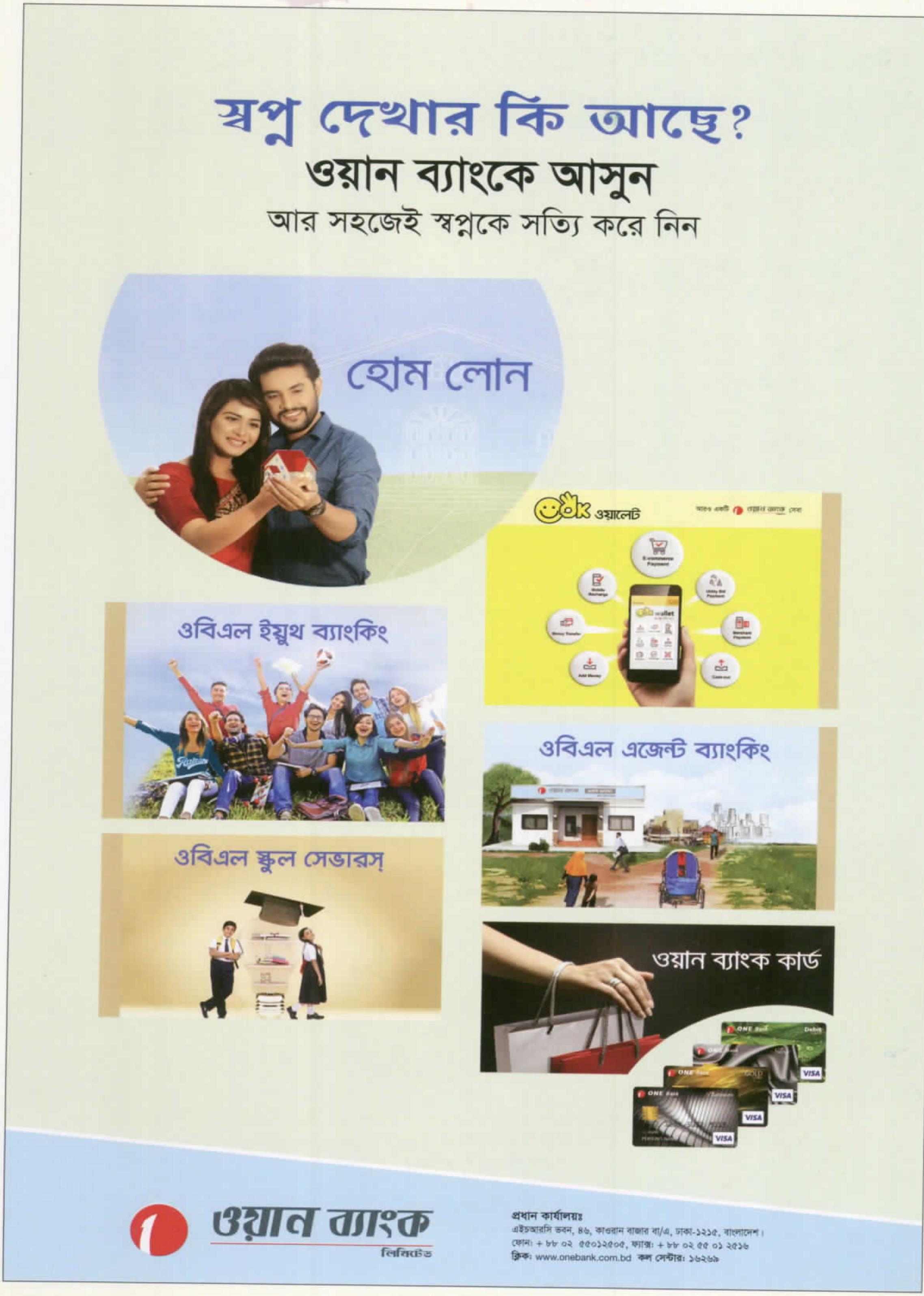

স্বপ্ন দেখার কি আছে?
ওয়ান ব্যাংকে আসুন
আর সহজেই স্বপ্নকে সত্যি করে নিন
হোম লোন
ওকে ওয়ালেট
ওবিএল ইয়্যুথ ব্যাংকিং
ওবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং
ওবিএল স্কুল সেভারস্‌
ওয়ান ব্যাংক কার্ড
ওয়ান ব্যাংক
লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ঃ
এইচআরসি ভবন, ৪৬, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: + ৮৮ ০২ ৫৫০১২৫০৫, ফ্যাক্স: + ৮৮ ০২ ৫৫ ০১ ২৫১৬
ক্লিক: www.onebank.com.bd কল সেন্টার: ১৬২৬৯

To adorn life
NEWVISION
360° REAL ESTATE SOLUTIONS
নিউ ভিশন
ইকো সিটি
তারানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
নিউ ভিশন সিটি
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
NEWVISION
APARTMENTS
Summer Village
DUPLEX HOMES
নিউ ভিশন
নিউ ভিশন ল্যান্ডমার্ক লিমিটেড । নিউ ভিশন ইকো সিটি লিমিটেড । নিউ ভিশন ডেভেলপারস্ লিমিটেড
নিউ ভিশন হোটেল এ্যান্ড টুরিজম লিমিটেড । নিউ ভিশন কর্ণফুলী লিমিটেড । ইনটিমেট প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: আলী'স সেন্টার, লেভেল ৪, ৪০ বিজয় নগর, ঢাকা। ফোন: +৮৮ ০২ ৯৩৪১৫৯৩, ৮৩৯২০৪১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৯২০৪২
ধানমন্ডি অফিস: এ্যাপার্টমেন্ট # ৩/এ (লেভেল ৩), বাড়ী # ৩৪, রোড # ১৪/এ (নতুন) ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, ফোন: +৮৮ ০২ ৪৪৮১২১৭৭
চট্টগ্রাম অফিস: চৌধুরী সেন্টার (লেভেল ৪), ২২৫ সিডিএ এভিনিউ, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। ফোন: +৮৮ ০৩১ ২৮৬৮৪৯১
হটলাইন: ০১৭৫৫৫৫৭৮০২, ০১৭৫৫৫৫৭৮০৩, ০১৭৫৫৫৫৭৮০৬, ০১৭৫৫৫৫৭৮০৯, ০১৭৫৫৫৫৭৮১২, ০১৭৫৫৫৫৭৮১৫
ISO 9001:2008 | RAJUK REG. RD-0094 | MEMBER: REHAB, PREHAB, BLDA, DCCI

INSTITUTE FOR LIBRARY & INFORMATION STUDIES
ILIS
RAJSHAHI, BANGLADESH

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৫ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১

উপলক্ষে সকল পেশাজীবীদের জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ (ইলিস)
তালাইমারী (বাদুড়তলা জামে মসজিদের সামনে), রাজশাহী।
ফোন নং-০৭২১-৭৫০৭৮৭ মোবাইল নং-০১৭৯৩-৯০২০২০, ০১৭১৩-৯০৫১৯৭
E-mail: ilisrajshahi2578@gmail.com, Web: www.ilisraj.edu.bd

আলী এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

হজ্জ লাইসেন্স নং: ০৬৪৯, উমরাহ লাইসেন্স নং: ৩৭৪, IATA NO : 42308280

চলছে হজ্জ ও উমরাহ বুকিং

আমাদের সেবা সমূহ ঃ-

* হজ্জ প্যাকেজ
* উমরাহ প্যাকেজ
* অভ্যন্তরীন এয়ার টিকেট
* সকল এয়ার টিকেট
* ভিসা প্রসেসিং

প্রোপ্রাইটর

হোসাইন আহম্মদ মজুমদার

যোগাযোগ ঃ -

+৮৮ ০১৭৫৫৭০৮০০০

অফিস ঃ-

২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দি সেন্টার
(৫ম তলা) রুম নং#৫/এফ, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

সল্প খরচে নয় বরং সঠিক নিয়মে
হজ্জ করাতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ

Govt. Reg.
mohammad salauddin bhuiyan foundation
ESTD. 2009

এমএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত **প্রতিষ্ঠান সমূহ**

ভর্তি চলছে

আসন সংখ্যা সীমিত

হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনে মানসম্পন্ন এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

College : 3924

HAJIGONJ IDEAL COLLEGE OF EDUCATION ESTD.2006

HICE

চলতি শিক্ষাবর্ষে

- লাইব্রেরী সায়েন্স ১ বছর
- প্রফেশনাল BBA ৪ বছর
- বিপিএড ১ বছর
- বিএড ১ বছর

ক্যাম্পাস : হাজীগঞ্জ (পৌর বাস টার্মিনাল), চাঁদপুর
PHONE
01814385191, 01783703065, 01713039743

MSB Institute of Fashion Design & Technology

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অনার্স কলেজ

MIFT

চলতি শিক্ষাবর্ষে
বি.এস.সি
(অনার্স) ইন

- এ্যাপারেল ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী AMT ৪ বছর
- ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী FDT ৪ বছর
- নিটওয়ার ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী KMT ৪ বছর
- ডিপ্লোমা কোর্স ফ্যাশন এ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং

ক্যাম্পাস : হাকিম প্লাজা, পদুয়ার বাজার, বিশ্বরোড, কুমিল্লা
Phone: 01847074749, 01715 919992

অধ্যক্ষ মোঃ সালাউদ্দিন ভূঁইয়া
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান

৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
ও
নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর অভিষেক অনুষ্ঠানের সফলতা কামনায়

ইলিস, ময়মনসিংহ

(বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, ময়মনসিংহ জেলা কর্তৃক ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত

এবং

২০০২-০৩ সেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত)

কলেজ কোড- ৫২৩৫

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স কোর্স পরিচালনা করা হয়।
- ১ বছর মেয়াদী, জুলাই- জুন (সান্ধ্যকালে পরিচালিত হয়)।
- ডিগ্রী (পাস) বা অনার্স কোর্স ৪ পয়েন্টসহ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে অনলাইনে আবেদন করে মেধা তালিকায় সুযোগ পেলে ভর্তি হতে পারবেন।

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

√ জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্ণিং বডি দ্বারা পরিচালিত।

√ উচ্চ শিক্ষিত, দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী।

√ ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্রস্থল মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সুরম্য ভবনে ক্যাম্পাস ও ক্লাস কক্ষ।

√ ময়মনসিংহ শহরের ভবিষ্যত প্রাণকেন্দ্র মাসকান্দা বাইপাস মোড়ে ময়মনসিংহ নটরডেম কলেজের সন্নিকটে নিজস্ব জমিতে ভবন তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন।

√ আধুনিক গ্রন্থাগারে হাতে-কলমে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ তথা ইন্টার্ণশীপ এর ব্যবস্থা।

√ ডিজিটাল বাংলাদেশের উপযেগী পেশাগত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিই আমাদের উদ্দেশ্য।

√ শিক্ষা সফর ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন।

√ প্রতি বছর ফলাফর অত্যন্ত ভাল। (২০১৪ সালে ২০০ জনের মধ্যে ৯৫% পাস, ১ম শ্রেণী পেয়েছে ৭ জন)

√ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ময়মনসিংহের সরকারিকলেজে নকলমুক্ত পরিবেশে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, ময়মনসিংহ

মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ১০ মহারাজা রোড, ময়মনসিংহ।

অধ্যক্ষ ড. মোঃ এনামুল হক

মোবাঃ ০১৭১২ ৪৩১ ৩৪২

হাই ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল

Books Importer, Distributor, Supplier

&

Digital Library, E-Book Service

Cell: 01933227733, 01717215361, 01751558415

Email: bookshti@yahoo.com

Online Bookstore : www.bookhousebd.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত: কলেজ কোড: ৬৬১১
বাকাশিবো : ০৫৬৯৯
ইআইআইএন: ১৩৭৮০৬

ড. এম. মিজানুর রহমান প্রফেশনাল কলেজ

ড. মিজানুর রহমান শিক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

৩, মেইন রোড (বেড়িবাঁধ), আদাবর-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২৩৭।
০২-৪৮১২১৫৫৩, ০১৬১১০২০২৬৬, ০১৮৪১০২০২৬৬, ০১৯৮৩৩৯১৭৬৭
www.drmmrpc.edu.bd.com E-mail: drmmrpc@gmail.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ বছর মেয়াদী গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (ডিপ্লোমা) কোর্সে

ভর্তি চলছে

সর্বমোট খরচ: ৪০,৫০০/=

কোর্স ফি: সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর মোহাম্মদপুর শাখায় (কৃষি মার্কেট), ঢাকা।

হিসাব নং- ০৩১১৩৩০০০৯৪৮

ভর্তির যোগ্যতা

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অধিভূক্ত কলেজ হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) বা সমমান ডিগ্রিধারী।
- শিক্ষা জীবনে এস.এস.সি থেকে স্নাতক (পাস/সম্মান) ডিগ্রি পর্যন্ত ন্যুনতম মোট ৫ (পাঁচ) পয়েন্ট অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৬ (ছয়) পয়েন্ট থাকতে হবে।

বি: দ্র: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে।

ড. এম. মিজানুর রহমান প্রফেশনাল কলেজ পরিবারের আয়োজনে শিক্ষা সফরের একাংশ

কলেজ বৈশিষ্ট

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা ক্লাস পরিচালিত।
- এসি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব।
- Wi-Fi ও CCTV ক্যাম্পাস এবং নিজস্ব হোস্টেল সুবিধা।
- ইন্টারনেট সংযুক্ত অত্যাধুনিক লাইব্রেরি ব্যবহারে সুবিধা।
- ১ম সেমিস্টারের বই ও কোর্স ম্যাটারিয়াল ফ্রি।
- কোর্স ফি চার কিস্তিতে (২০,৫০০+৫,০০০+৭,৫০০+ ৭,৫০০) পরিশোধ করা যাবে।

কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা আছে

ড. মো মিজানুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড

অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সী
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

কোর্স সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ:

অধ্যক্ষ	ভর্তি ও অনলাইন সম্পর্কিত তথ্য
০১৬১১০২০২৬৬	০১৮৪১০২০২৬৬
০১৯৭১০২০২৬৬	০১৯৮৪৯৪৬৭৮৯

কেনাকাটার
সাথে সাথেই EMI
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
UCB
এই প্রথম বাংলাদেশে
এখন থেকে UCB পার্টনারদের সাথে EMI ট্র্যানজেকশন হবে রিয়েল টাইম ও পেপারলেস।
কেনাকাটা করুন ইচ্ছেমতো আর লেনদেন করুন টেনশন ছাড়াই।
UCB ক্রেডিট কার্ড ও UCB POS মেশিন
২২ টি পার্টনার
২০০ টির অধিক আউটলেট
পেপারলেস
রিয়েল টাইমে EMI ট্র্যানজেকশন
বিস্তারিত জানতে
16419
www.ucb.com.bd

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত)

কলেজ কোড-১১৪২

E-mail: mhbb.alam@gmail.com, madhusbmc@yahoo.com

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ-

১। মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার পূর্বক যুগোপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি।
২। নিজস্ব জমিতে সর্বাধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এবং সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চারতলা বিশিষ্ট ভবন।
৩। ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব।
৪। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রেণি বিষয়ক পাঠদান ব্যবস্থা।
৫। প্রসস্ত ও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ এবং শব্দনিয়ন্ত্রন প্রযুক্তিনির্ভর সু-বিশাল মিলনায়তন।
৬। দক্ষিন বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ স্যারের সমন্বয় একটি শক্তিশালী গভর্নিংবডি।
৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান/তথ্যবিজ্ঞান ও গন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ একঝাঁক তরুন ও মেধাবী শিক্ষক।
৮। বিস্তৃত পরিসরে পাঠপযোগী পরিবেশ সম্বলিত গ্রন্থাগার; যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিডিসি, খ্যাতনামা লেখকদের পেশাগত পুস্তক, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক গ্রন্থের ব্যাপক সমাহার।
৯। নিয়মিত ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সু-ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ক্লাসে মানসম্মত লেকচারশীট প্রদান।
১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।
১১। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা যথাসময়ে ব্যবহারিক ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।
১২। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ ছাড়।
১৩। রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।

আমরা আপনার পরিবারেরই একজন

আপনার চাওয়া-পাওয়া পরিবারের চেয়ে ভালো আর কে বোঝে। পরিবার যেমন ভালো-মন্দে ছায়া হয়ে পাশে থাকে, তেমনি আন্তরিক সেবা নিয়ে আপনার পাশে থাকতে আমরা নিয়ে এলাম নিবেদিত ব্যাংকিং সেবা ESTEEM™। পরিবারের একজন হিসেবে আমাদের আন্তরিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে যাবে আপনার দ্বারপ্রান্তে।

ESTEEM™ সেবাসমূহ

- ব্যাংকিং সেবাসমূহ এখন আপনার দোরগোড়ায়
- আপনার ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিক আমাদের একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত
- বিনামূল্যে জীবন বীমা সুবিধা
- ভ্রমণ সহায়তা সেবা: এয়ারপোর্টে যাতায়াত ও প্রটোকল সুবিধাসহ বিদেশ ভ্রমণকে আরো স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে বিবিধ সুবিধা
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের সুবিধা
- প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সেবাসমূহে সহায়তা
- ফ্রি মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ড ক্রেডিট কার্ড সুবিধা
- ফ্রি ভেহিকেল ট্র্যাকিং সলিউশন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: ০১৭০৮৪৮১০৭১, ০১৭০৮৪৮১০৭২

*শর্ত প্রযোজ্য

Southeast Bank
a bank with vision

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)

নীলক্ষেত, ঢাকা

(বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত)

পরিচালিত কোর্স	:	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা
কোর্সের মেয়াদ	:	১ (এক) বছর
সেশন	:	জুলাই-জুন
ভর্তির যোগ্যতা	:	৬ পয়েন্টসহ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস)

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- নিয়মিত শিক্ষকমন্ডলী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের পি.এইচ.ডি. এবং মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত;
- নিয়মিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস, শ্রেণি পরীক্ষা ও গ্রন্থাগার পরিদর্শন;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মনোরম পরিবেশে ও সুপরিসর শ্রেণি কক্ষে শিক্ষাদান;
- কোর্স শেষে কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)
নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন (৩য় তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১২-৭৭৪৪৫২, ০১৭১৬-৭৯৬৬৩৪
ইমেইল : **ilis.bd1976@gmail.com**
web: www.lab.org.bd

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান